শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

উপহার
P Sengupta

মেরু-অভিযান

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এক

মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। তার ফলেই আজ তার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ। মানুষ তার কৌতূহল চরিতার্থের জন্য দুস্তর শুষ্ক মরুভূমি পার হ'য়ে গেছে, আকাশপথে সর্ব্বোচ্চ গিরিশিরে আরোহণ করেছে, অন্ধকারময় সুগভীর সমুদ্রে নির্ভয়ে ডুব দিয়েছে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীশূন্য চিরতুষারাচ্ছন্ন দুর্গম মেরুপ্রদেশেও ভ্রমণ করেছে।

কিন্তু কেবল কৌতূহলই কোন লক্ষ্যে উপনীত হ'বার

পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে অশেষ উদ্যম, অক্লান্ত চেষ্টা, অটুট ধৈর্য্যও আবশ্যক। যে ঐ সকল গুণের অধিকারী, সে প্রায় সকল কাজেই সাফল্য অর্জ্জন করে। জগতে যে জাতি বা যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব'লে পরিচিত, তার চরিত্রে ঐ গুণগুলি দেখা যাবেই।

অতি প্রাচীনকালে মেরুপ্রদেশ দু'টি সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণা না থাকাই সম্ভব ; সমুদ্রের সকল অংশের সঙ্গে তাদের পরিচয়ও ছিল না। কেননা, তখন যান-বাহনের এমন উন্নতি হয় নি। সেইজন্য তখনকার লোকের ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল সংকীর্ণ।

মেরুপ্রদেশ দু'টির বিষয়ে জ্ঞান আমরা পাশ্চাত্ত্য নাবিক বা মেরু-যাত্রিগণের চেষ্টার ফলেই লাভ করতে পেরেছি। দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ্তে পাওয়া যায়, প্রদেশটি এক জনের, একটি জাতির বা অল্পকালের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয় নি। বহু জন, বহু জাতি ও বহু দিনের চেষ্টায় তা একটু একটু ক'রে আবিষ্কৃত হয়। যে সকল নাবিক, এমন কি, জলদস্যুগণ দক্ষিণ সমুদ্রে যাওয়া-আসা করত, তাদের মধ্যে অনেকে সময় সময় প্রবল বাত্যাবিতাড়িত

হ'য়ে পরিচিত পথ থেকে কখন কখন দূরে দক্ষিণে অচেনা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সেই অংশে মাঝে মাঝে দুই-একটি বিশাল হিমশিলা তাদের চোখে পড়েছে, তা'রা আশ্রয়ের সন্ধানে দুই-একটি দ্বীপে গিয়েও পৌঁছেছে; কিন্তু দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের কোন সন্ধানই তাদের কেউ পায় নি। তবে তাদের মনে হয়েছে, 'সুদূর দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ থাকা সম্ভব।' সেই ভূভাগের সন্ধানে সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৪৩ খৃঃ) টাসমান নামে একজন নাবিক দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি বিফলকাম হ'য়ে দেশে ফিরে আসেন। তবুও ইউরোপের কেউ কেউ আবার কল্পনানেত্রে দেখ্‌তে লাগ্‌ল যে, 'সে দেশটি সুজলা সুফলা ও খনিজসম্পদে পূর্ণ এবং সেখানে মনুষ্য জাতির বাস আছে। কিন্তু সেই সকল অধিবাসী অসভ্য ও বর্ব্বর। সেদেশে জীবন-যাত্রা অতি সহজ। কোন রকমে একবার সেখানে পৌঁছতে পারলেই সমগ্র দেশটি দখল ক'রে, বর্ব্বর অধিবাসীদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে পরম সুখে জীবন ধারণ করা যাবে।' এই আশায় প্রলুব্ধ হ'য়ে ইউরোপের অনেকে সেই অনাবিষ্কৃত দেশে উপনিবেশ-

স্থাপনের মধুর স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌ল এবং সেখানে যাত্রারও উদ্যোগ পর্ব্ব সুরু ক'রে দিল।

অবশেষে আর এক নূতন কলম্বাসের আবির্ভাব হ'ল। নাম তাঁর লোজে বুভে। বুভে ছিলেন ফরাসী দেশের অধিবাসী। তিনি একদিন (১লা জানুয়ারি, ১৭৩৯ খৃঃ) ঈগল ও মেরী নামে দু'খানা ছোট জাহাজ নিয়ে সেই কাল্পনিক দেশটির সন্ধানে যাত্রা কর্‌লেন।

বুভে চলেছেন। তিনি আট্‌লান্‌টিক অতিক্রম ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনকে পিছনে ফেলে দক্ষিণ সমুদ্রে উপনীত হলেন। তবুও সেই দেশের সন্ধান পেলেন না। তারপর আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে এক ভূভাগের উপকূলে পৌছলেন বটে, কিন্তু দেখ্‌লেন, তাঁদের সেই কাল্পনিক ভূভাগটির সঙ্গে তার কিছুই মিল নেই। দেশটি কুয়াশাচ্ছন্ন ও ঘন তুষারবেষ্টিত। সেখানে না আছে কোন উদ্ভিদ্, না আছে কোন মানুষ; কেবল তার তুষারাচ্ছন্ন তীরভূমিতে সীলেরা দেহ এলিয়ে অলসের মত শুয়ে আছে, পেন্‌গুইনেরা ব'সে ব'সে অবসর যাপন কর্‌ছে, আর আকাশে ও সমুদ্রের ওপর ঘুরে ঘুরে উড়্‌ছে শ্বেতপক্ষ পেট্রেল পাখী ও সমুদ্র-পারাবতের ঝাঁক।

বুভে স্থির করলেন, তিনি আরও দূর সমুদ্রে পরিভ্রমণ করবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না। এক পক্ষকাল ধ'রে ঝঞ্ঝার ফলে তাঁর আবিষ্কৃত দেশটির নিকটেই তিনি বন্দী হ'য়ে রইলেন। এই সময় এক একদিন সমুদ্রবক্ষে তাঁদের চোখে পড়েছে, সীমাহীন তুষার-প্রান্তরসদৃশ ভাসমান হিমশিলা, ছিন্ন কুয়াশার ফাঁকে তাঁদেরই আবিষ্কৃত দেশটির কূলে অবস্থিত উত্তাল-তরঙ্গ-বিধৌত নীল শৈলমালা। বুভে অবশেষে দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান দীর্ঘকাল ধ'রে নির্ণয় করা গেল না।

তারপর একে একে বত্রিশ বৎসর কেটে গেল। আবার ফরাসী দেশের একদল লোক ফরচুন ও গ্রো ভেঁত্রা নামে দু'খানি জাহাজে দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করলেন। তাঁদের অধিনায়ক হলেন, কারগেলেঁ নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক।

তাঁরা ভারতমহাসাগর পার হ'য়ে দক্ষিণ সমুদ্রে এক বিরাট পার্ব্বত্য-ভূমির উপকূলে পৌঁছলেন (১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৭২ খৃঃ)। কিন্তু কারগেলেঁ দেশটির বিষয় তখন বিশেষ কিছুই জানতে পারলেন না। তাঁর জাহাজখানি

প্রবল বাত্যাবিতাড়িত হ'য়ে উপকূল থেকে দূরে গিয়ে পড়্‌ল। তবে কারগেলেঁর সঙ্গে যে দ্বিতীয় জাহাজখানি ছিল, তার কাপ্তেন বহুকষ্টে ও কৌশল অবলম্বন ক'রে দেশটির পিচ্ছিল পার্ব্বত্য-ভূমিতে অবতরণ করতে সমর্থ হলেন।

কিন্তু সেখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে অল্প-স্বল্প ঘাস ছাড়া আর কোন উদ্ভিদ্ তাঁদের চোখে পড়্‌ল না এবং চারধারে উত্তুঙ্গ মরুপর্ব্বতমালা ভিন্ন আর কিছুই তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন না। তবুও তাঁদের ধারণা হ'ল দেশটি মনুষ্য-বাসোপযোগী। সকলে সেখানে আর বৃথা কাল-যাপন না ক'রে, দেশে ফিরে গিয়ে লোকের কাছে দেশটির বিষয় এমন চমকপ্রদ বর্ণনা কর্‌লেন যে, কারও সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হ'ল না। তবুও কারগেলেঁ তার এক বৎসর পরে দেশটি আরও ভাল ক'রে পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে আবার প্রেরিত হলেন।

কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝা ও প্রতিকূল বাতাসে তাঁদের গতি বার বার প্রতিহত হ'তে লাগ্‌ল। এর ওপর নাবিকগণের মধ্যে কঠিন রোগ দেখা দিল। কারগেলেঁ তবুও প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লেন না। শত অসুবিধা ভোগ ক'রে,

প্রবল বাধা অতিক্রম ক'রে, তাঁর আবিষ্কৃত দেশটিতে গিয়ে উপনীত হলেন এবং তার নানা স্থান পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন, সেটি একটি দ্বীপ। তার কোন অংশই মানুষের বাসের বা চাষ-আবাদের উপযোগী নয়। কারগেলেঁ দ্বীপটির নাম দিলেন—শূন্যভূমি। তারপর আর কালবিলম্ব না ক'রে তিনি দেশে ফিরে গেলেন। তবে দ্বীপটি যে একেবারেই কোন কাজে এল না, তা নয়। মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণার জন্য এবং তিমি-শিকারীরা ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে আত্মরক্ষা কর্‌তে দ্বীপটির কয়েক অংশ ব্যবহার কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এদিকে লোকের স্বপ্ন কিন্তু ভাঙল না ; তা'রা তথাপি বিশ্বাস কর্‌তে লাগ্‌ল, সুদূর দক্ষিণে এক মহাদেশ বর্ত্তমান।

এই সময়ে ব্রিটিশ নৌ-বিভাগ স্থির কর্‌লেন, গুজবটার মূলে কোন সত্য আছে কি না, তা নির্দ্ধারণ করা একান্ত দরকার। এই দুরূহ কাজের ভার নেবার মত তখন যিনি ছিলেন, তাঁর নাম সভ্যজগতে সুপরিচিত। তিনি ক্যাপ্‌টেন জেম্‌স্ কুক্।

ক্যাপ্‌টেন কুকের জীবনের অধিকাংশ কাল কেটেছিল,

সমুদ্রে। তিনি বহু দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুও হয় এক অচেনা দ্বীপে অসভ্য অধিবাসীদের ছুরিকাঘাতে।

কুক্ ব্রিটিশ নৌ-বিভাগ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হ'য়ে ছোট ছোট দু'খানি জাহাজ নিয়ে একদিন (১৭৭২ খৃঃ) সমুদ্র-পথে অজ্ঞাত মহাদেশটির উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্‌লেন। বস্তুতঃ সে কাজ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল; তা'তে আবশ্যক দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। কুকের জাহাজ দু'খানার নামও ছিল—'রেজোলিউশান' ও 'অ্যাড্‌ভেন্‌চার।'

কুক্ বুভে ও কারগেলেঁর পন্থা অনুসরণ ক'রেই অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। কিন্তু তাঁরা দু'জনে যতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি সেই সীমাও ছাড়িয়ে গেলেন। তখন গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি। তবুও চারধার থেকে ভাসমান তুষাররাশি এসে জাহাজ দু'খানির পথরোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। এর ওপর উঠ্‌ল—মেরু-ঝঞ্ঝা। তুষারে, প্রবল বাতাসে নাবিকেরা ক্লিষ্ট হ'তে লাগ্‌লেন। এই দুর্য্যোগের সময় একদিন কুকের সঙ্গী জাহাজখানা—অ্যাড্‌ভেন্‌চার—প্রবল বাত্যাবিতাড়িত হ'য়ে বহুদূর গিয়ে পড়্‌ল। কুক্ তার সন্ধান পেলেন না।

কুক্ তবুও প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন—দেশটি তিনি আবিষ্কার করবেনই এবং সেই ভাসমান তুষাররাশির মধ্য দিয়ে বহু কৌশলে, বহু ধৈর্য্যের সঙ্গে দক্ষিণে ক্রমাগত অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। একে প্রচণ্ড শীত, তার ওপর জাহাজে খাদ্যাভাব দেখা দিল। নাবিকদের খাদ্য হ'ল কেবলমাত্র লোণা-মাংস ও পোকাধরা বিস্কুট। তাদের চারধারে দৃশ্যের মধ্যেও কোন বৈচিত্র্য নেই। সেই তুষারাচ্ছন্ন ও কুয়াশায় ঢাকা সমুদ্রে, তার স্থানে স্থানে সীল, পেন্‌গুইন ও রাক্ষুসে তিমি। এই সবের ফলে নাবিকদের মনে নৈরাশ্য ও নিরানন্দ দেখা দিল। অনেকে অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌ল। কিন্তু ক্যাপ্‌টেন কুক্ একটুও নিরুৎসাহ বা বিষণ্ণ হলেন না; তাঁর জাহাজ রেজোলিউশানও ক্রমাগত চল্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে সেও আর অগ্রসর হ'তে পার্‌ল না। এক উন্নত, বিশাল ও সমুদ্রবিধৌত তুষারপ্রাচীর তার গতিরোধ কর্‌ল।

কুক্‌ও এবার ফির্‌তে বাধ্য হলেন। তিনি যেদিকেই অগ্রসর হ'ন, স্থলের চিহ্নমাত্র তাঁর চোখে পড়ে না। তবুও আশা পরিত্যাগ কর্‌লেন না, মেরু-প্রদেশ থেকে দূরে একস্থানে শীতযাপন ক'রে, আবার

ফিরে গেলেন। এবারও তাঁর অনুসন্ধান ব্যর্থ হ'ল। কিন্তু তিনি দক্ষিণ-মেরু-মহাদেশ আবিষ্কার না করতে পারলেও কতকগুলি অজ্ঞাত দ্বীপের সন্ধান পেলেন।

আবার পৃথিবীর সেই মনুষ্য-বাসহীন বিজন প্রদেশে অনুসন্ধান চলতে লাগল। কুক্ এবার এতদূর অগ্রসর হলেন যে, ততদূর কোন মানুষ তাঁর পূর্ব্বে পৌঁছতে পারে নি। তবুও কোন স্থলভাগের সন্ধান তিনি পেলেন না। এই থেকে সিদ্ধান্ত করলেন, দক্ষিণে কোন ভূভাগ নেই;—যদি থাকেই তা চিরতুষারে আচ্ছন্ন। তিনি দু'বৎসর পরে জাহাজ দু'খানি নিয়ে স্বদেশ ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। তারপর থেকে সুদীর্ঘকাল আর কোন নাবিক বা আবিষ্কারক সে প্রদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন না। তবে দক্ষিণ মেরুসাগর সীল ও তিমি-শিকারীদের শিকার-স্থান হ'য়ে উঠ্ল।

কুকের অভিযানের চুয়াল্লিশ বৎসর পরে (ফেব্রুয়ারি, ১৮১৯ খৃঃ) একখানি বাণিজ্য-পোতের ক্যাপ্টেন, উইলিয়াম স্মিথ, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণপ্রান্তে হর্ণ অন্তরীপ প্রদক্ষিণকালে সুদূর দক্ষিণে এক স্থল-ভাগের সন্ধান পান। তা'তে তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকে

না। কিন্তু স্থলভাগটির পরীক্ষার মত অবসর তখন না থাকায়, তিনি গন্তব্যস্থলের দিকেই চল্‌তে থাকেন।

তাঁর পর তাঁরই জাহাজের একজন ব্রিটিশ নৌ-সেনাধ্যক্ষ ভ্যাল্‌পারেজো, একদল নৌ-সৈন্য নিয়ে স্মিথের আবিষ্কৃত স্থলভাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্‌লেন (অক্টোবর, ১৮১৯ খৃঃ)। কিন্তু তিনিও দক্ষিণ মেরুর কোন ভূভাগ আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌লেন না; ক্যাপ্‌টেন স্মিথ দূর থেকে যে স্থলভাগ দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, তারই সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ কর্‌লেন।

তাঁর কিছু পরেই তিমি-শিকারীরা দলে দলে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে যাত্রা কর্‌তে লাগ্‌ল। আমেরিকা থেকেও এক জাহাজ-ব্যাপারী-সঙ্ঘ দক্ষিণ সমুদ্রে 'ডিসেপ্‌সন্‌' দ্বীপে তাদের একটি প্রধান নৌ-ঘাটি স্থাপন কর্‌ল। তাদের কর্ত্তা হলেন, ক্যাপ্‌টেন পেন্‌ডেলটন্‌।

পেন্‌ডেলটন্‌ তাঁর একখানি খুব ছোট জাহাজকে ক্যাপ্‌টেন পামারের অধীনে আরও দক্ষিণে পাঠালেন। ক্যাপ্‌টেন পামারও স্মিথের মত তুষারমৌলী শৈলমালা-বেষ্টিত একটি দ্বীপ আবিষ্কার ক'রে তার নাম দিলেন—পামারল্যাণ্ড। তারপর আর তিনি অগ্রসর হলেন না,

ডিসেপ্‌সন্‌ দ্বীপের অভিমুখে ফিরে চল্‌লেন। পামার কিছুদূর অগ্রসর হ'তে না হ'তে ঘন কুয়াশা নাম্‌ল। তারপর এক সময় হঠাৎ কুয়াশা স'রে যেতেই তিনি দেখ্‌লেন, তাঁর দু'পাশে দু'খানা রুশ যুদ্ধ-জাহাজ। জাহাজ দু'খানার নাম—ভোস্‌টক ও মারণা। তাদের অধ্যক্ষ ছিলেন, বেলিংস্‌উসেন।

বেলিংস্‌উসেন ছিলেন সুদক্ষ নাবিক। তিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে পামার দ্বীপ হ'য়ে মেরুসাগর প্রদক্ষিণপথে চলেছিলেন। চলার পথে তিনি একটি দ্বীপ দেখ্‌তে পেয়ে তার নাম দিয়েছিলেন 'প্রথম পিটারের দেশ' এবং তার কয়েকদিন পরে দক্ষিণ-মেরু-মহাদেশের এক অংশ তাঁর চোখে পড়্‌ল। কাজেই তিনিই হলেন, দক্ষিণ-মেরু-মহাদেশের আবিষ্কারক।

মহাদেশটি আবিষ্কার ক'রে তিনি তার নাম দিলেন, 'রাজা প্রথম আলেক্‌জাণ্ডারের দেশ।' কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত মহাদেশটির সম্বন্ধে তিনি কোন তথ্যই সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লেন না। কেননা, দেখ্‌লেন তুষার-বাধা অতিক্রম ক'রে তার কাছে যাওয়াও দুঃসাধ্য। তবুও তাঁরই চেষ্টার ফলে মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমা আরও

বিস্তৃত হ'য়ে গেল। লোকে জান্‌ল, পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুসাগরে কতকগুলি দ্বীপ বর্ত্তমান এবং তাদের দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ অবস্থিত। এর ফলে লোকের কৌতূহল আরও প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল।

যেমন ক্রমে ও নানা দেশের নাবিকগণের অক্লান্ত চেষ্টায় দক্ষিণের রহস্য একটু একটু উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, আবার তেমনই নানা লোকের চেষ্টা ও ত্যাগের ফলে দক্ষিণ মহাদেশের ওপর যে যবনিকা ছিল, তা ক্রমে অপসারিত হ'য়ে, মহাদেশটির আসলরূপ প্রকাশিত হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু কাজটি হ'ল বড় ধীরে এবং তার জন্য কর্ম্মীদের যে মূল্য দিতে হ'ল, তা অত্যন্ত অধিক।

দক্ষিণ মহাসাগরে নানা আকারের দ্বীপ বর্ত্তমান। সেগুলির নামও নানা রকম;—ইংরেজী, ফরাসী, নরওয়েজিয়ান, রুশ, আমেরিকান। দক্ষিণ মহাসাগরেরও এক এক অংশের এক এক নাম। এই সব নাম, আবিষ্কারকগণ দিয়েছিলেন, তাঁদের খুশীমত। অবশ্য এর পশ্চাতে ছিল, নিজেদের দেশের অধিকার বা আপনাদের সাফল্য-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করা।

বেলিংস্‌হাউসেন দক্ষিণ মহাদেশ আবিষ্কার কর্‌লেন বটে,

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তার একখানি মানচিত্র গঠন কর্‌বার মত যথেষ্ট উপাদান পাওয়া গেল না। বেলিংস্‌উসেনের পরেই যে সকল নাবিকের চেষ্টায় মহাদেশটি এবং তার চারদিকের সমুদ্র ও সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপগুলি ক্রমে আবিষ্কৃত হ'তে লাগ্‌ল, তাঁদের মধ্যে ইংরেজ নাবিক ওয়েডেল, বিস্‌কো এবং বেলানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এই সকল নাবিকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—তিমি ও সীল শিকার করা, দেশ আবিষ্কার বা কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ নয়। এখানে তাঁদের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীর বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক।

দুই

শেষোক্ত নাবিকগণ যখন দক্ষিণ মেরুসাগরে তুষার, হিমশিলা, কুয়াশা ও ঝঞ্ঝার মধ্যে, মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে মহামানবের ইতিহাসের একখানি উজ্জ্বল পৃষ্ঠাকে রচনা কর্‌ছিলেন, সেই সময়ে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশেও কয়েকজন অসমসাহসী পুরুষ অটুট ধৈর্য্যের সঙ্গে মেরুতে উপনীত হ'বার পথ অনুসন্ধানের জন্য দূর দুর্গমে বিচরণ কর্‌ছিলেন। তাঁদের সে কাহিনী আজ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তাঁদের মধ্যে ইংরেজ নাবিক স্যার জেম্‌স্ ক্লার্ক রসের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার এড্‌ওয়ার্ড স্যাবিন দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের সঙ্কল্প করেন। সেইজন্য ব্রিটিশ সরকারের, ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি ও কতকগুলি প্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি একজন অভিযানকারী প্রেরণের আয়োজন কর্‌তে লাগ্‌লেন। স্যার জেম্‌স্ ক্লার্ক রস্ উত্তর

মেরুপ্রদেশে এই ধরণের কাজ করেছিলেন। কাজেই দক্ষিণ মেরুর এই বৈজ্ঞানিক অভিযানের অধিনায়কত্বে উপযুক্ত বিবেচিত হলেন তিনিই।

ইতিমধ্যে ফরাসী সরকার ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারও দক্ষিণ মেরুতে এক একটি অভিযান প্রেরণ কর্‌লেন। ফরাসী অভিযানের অধিনায়ক হলেন নৌ-সেনাধ্যক্ষ দারভিলা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের ভার গ্রহণ করলেন, ক্যাপ্‌টেন উইলকিস্‌। দুঃখের বিষয় শেষোক্ত দুইজন নাবিক মেরুপ্রদেশের সামান্য অংশ আবিষ্কার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই কর্‌তে পারেন নি। তাঁদের পথে বাধা ও বিপদ ছিল বিস্তর। উইলকিসের কয়েকজন নাবিক দুর্ঘটনায় ও রোগে প্রাণ হারায়; তাঁর দলের কয়েকখানি জাহাজও ঝড়ে মারা পড়ে। উইলকিস্‌ নিরাশ হ'য়ে দেশে ফিরে যান। কিন্তু দারভিলাকে এরকম ক্ষতি স্বীকার কর্‌তে হয় নি। তিনি দেশে ফিরে যান সানন্দেই।

দারভিলা ফরাসীদেশের লোক। কাজেই বিপদের মাঝখানেও তাঁর চিত্তের নবীনতা ও সরসতা নষ্ট হয় নি। তাঁদের চারধারে তুষার; কোথাও লোকের বসতি বা

চিহ্ন নেই ; একটি ক্ষুদ্র তৃণও সেখানে জন্মে না। প্রাণীর মধ্যে কেবল তুষারপ্রান্তরে পেন্‌গুইনের দল ও সীল, আকাশে পেট্রেল, জলে সীল ও রাক্ষুসে তিমি। জাহাজ থেকে অনতিদূরে উন্নত ও ভাসমান হিমশিলা। প্রচণ্ড শীত। দারভিলা তবুও এই দৃশ্যের মধ্যে রীতিমত উৎসব সুরু ক'রে দিলেন। তাঁর একজন নাবিক সাজ্‌ল—সীল। সে 'ফাদার অ্যান্‌টারটিক্‌' হ'য়ে জাহাজের রেলিংএ উঠে' এল, তার পিছন পিছন এল ঢাক এবং ট্রাম্‌পেট বাজাতে বাজাতে সীল ও পেন্‌গুইনের সাজে অন্যান্য নাবিকেরা। আর, সত্যকার পেন্‌গুইন ও সীলেরা হ'ল এই আনন্দোৎসবের বিস্মিত দর্শক।

দারভিলা মেরুপ্রদেশের এই অংশের নাম দিলেন—'অ্যাভিলি ভূমি'। 'অ্যাভিলি' তাঁর স্ত্রীর নাম। এই অঞ্চলে যে-সব পেন্‌গুইন দেখা গেল, তাদের নাম হ'ল, 'অ্যাভিলি পেন্‌গুইন'। পাখীগুলোকে দারভিলা বর্ণনা করেছেন—'সান্ধ্য-পোষাক পরিহিত খর্ব্বকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দল' ব'লে।

ইংরেজদের মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সৌভাগ্যবান্‌ জাতি পৃথিবীতে আর নেই। ওদিকে ক্যাপ্‌টেন রস্‌ ইরিবাস ও

টেরর নামে দু'খানা জাহাজ নিয়ে একদিন (১৮৪৯ খৃঃ) দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে রসদ-পত্র ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও রইল যথেষ্ট। তাঁর অধীনে যে সকল নাবিক ও বৈজ্ঞানিক চললেন, তাঁরাও প্রত্যেকে সুদক্ষ লোক।

রস্ ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলেন এবং প্রায় এক বৎসর পরে মে মাসে, যখন প্রচণ্ড শীত, ফরাসী নাবিক কারগেলেঁর আবিষ্কৃত কারগেলেঁ দ্বীপে গিয়ে সদলে পৌঁছলেন। তাঁরা এইখানে থাকলেন দু' মাস। তারপর টাস্‌মানিয়ার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে দারুণ ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করতে হয় এবং একদিন ঝড়ের সময় তাঁর একজন নাবিক তীর থেকে জাহাজে উঠতে গিয়ে বাতাসের ঝাপটায় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তারপর তা'কে আর পাওয়া যায় না।

টাস্‌মানিয়া থেকে তিনি মরুভূমির দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হ'বার পরই উঠল ঝড়, সামনে ও দু'পাশ থেকে নানা ভাসমান তুষার এসে তাঁর জাহাজ দু'খানাকে ঘিরে ধরতে লাগল ; সমুখে বা পাশে পরিষ্কার পথ রইল না। তার মধ্য দিয়ে যাওয়া

বিপজ্জনক। অথচ সে বিপদ উপেক্ষা না ক'রে গেলে মেরুভূমিতে পৌঁছানো অসম্ভব। রস্ অগত্যা সেই হিমশিলার মধ্য দিয়েই জাহাজ চালিয়ে দিলেন!

তাঁর অসমসাহসিকতায় নাবিকেরা ভয়ে অসাড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিক্ষণেই তাদের মনে হ'তে লাগ্‌ল—এই বুঝি জাহাজ দু'খানা হিমশিলার নিষ্পেষণে বা আঘাতে চূর্ণ হ'য়ে যায়। এক একবার ভয়ঙ্কর শব্দ ওঠে, ঝাঁকি লাগে। পরিশেষে রসেরই জয় হ'ল; তিনি নির্ব্বিঘ্নে সেই বিপদসঙ্কুল পথ পার হ'য়ে মুক্তজলরাশির মধ্যে পৌঁছলেন। কিছুদূর যাবার পর আবার সম্মুখে পড়্‌ল এক বিশাল তুষারপ্রান্তর। তার মাঝে মাঝে আঁকা-বাঁকা ফাটল ও ফাঁক। সেই শতধা বিভক্ত প্রান্তরের ওপর বসে আছে, পেন্‌গুইনের ঝাঁক ও দু'-চারটি অলস সীল। ক্যাপ্‌টেন রস্ প্রান্তরের ফাঁক দিয়ে জাহাজ দু'খানি পরিচালন কর্‌তে কর্‌তে চারদিন পরে দূর দিক-রেখায় স্থলভূমি তাঁর চোখে পড়্‌ল। তারপর তার কাছে গিয়ে দেখ্‌লেন, তাঁদের সম্মুখে সু-উন্নত ও দুর্লঙ্ঘ্য এক শৈলমালা অবস্থিত। সেই শৈলগুলির মধ্যে যেটিকে সর্ব্বোচ্চ মনে হ'ল, রস্ তার নাম দিলেন, 'স্যাবাইন পর্ব্বত'।

এই শৈলগুলির উচ্চতা গড়ে ১০,০০০ ফিট্ এবং এগুলির চারধারে ঘন তুষাররাশি বর্ত্তমান। এখান থেকে রস্ উপকূল ধ'রে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন এবং পরদিন সকালে তিনি ও তাঁর সঙ্গী জাহাজের ক্যাপ্‌টেন বহু কষ্টে তীরভূমির এক অংশে নেমে সেখানকার শিলাবহুল অনুর্ব্বর ভূমিতে নাবিকগণের জয়ধ্বনির মাঝে ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা প্রোথিত কর্‌লেন।

তাঁদের এই কার্য্যের দর্শক হ'ল, শত শত বিস্মিত পেন্‌গুইন। তাদের বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা'রা রস্‌দের দিকে এগিয়ে এসে তাঁদের ঘিরে ধরল এবং পরম বিরক্তির সঙ্গে ডানার আঘাতে সকলকে সমুদ্রে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। নাবিকেরাও প্রাণপণে তাদের বাধা দিতে আরম্ভ কর্‌ল। কিন্তু পেন্‌গুইনরা তা'তে একটুও ভীত হ'ল না; তা'রা রীতিমত 'হাতাহাতি' সংগ্রাম কর্‌তে লাগ্‌ল। এই উৎপাতের ওপর জায়গাটা ছিল পেন্‌গুইন্‌দের বিষ্ঠার উৎকট গন্ধ-পূর্ণ। সে গন্ধ সহ্য করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অতঃপর নাবিকেরাই রণে ভঙ্গ দিয়ে নৌকায় উঠে' পলায়ন কর্‌ল

তাদের প্রোথিত পতাকা অবশ্য উন্নত দণ্ডশীর্ষে উড়্‌তে লাগ্‌ল।

নাবিকেরা নৌকো থেকে জাহাজে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে ভয়ঙ্কর ঝড় বইতে সুরু কর্‌ল। চারধার থেকে তীক্ষ্ণ সূচের মত রাশি রাশি তুষার ছুটে এসে সকলকে ক্লিষ্ট কর্‌তে লাগ্‌ল এবং ঘন কুয়াশায় সব ঢেকে গেল। এই অবস্থার মধ্যেই জাহাজ দু'খানা পাল তুলে সমুদ্রে যাত্রা কর্‌ল।

কয়েক দিন পরে রস্‌ আবার সেই অঞ্চলে ফিরে এলেন এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে দেখ্‌লেন—তীরে পূর্ব্বের মতই উন্নত শৈলমালা দণ্ডায়মান। এদের একটির উচ্চতা ১২,০০০ ফিট্‌ এবং আর একটির উচ্চতা ১৪,০০০ ফিট্‌। শৈলগুলি তুষারাচ্ছন্ন, মহান ও কয়েকটি বর্ণে উজ্জ্বল। রস্‌ এই অংশের মূলভূমির নাম রাখ্‌লেন—'ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড'।

এখান থেকে রস্‌ আরও দক্ষিণে—দক্ষিণতম দিকে—অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। তাঁর পাশে তীরভূমি উন্নত ও সুন্দর শৈলসমাচ্ছন্ন। তিনি যতদূর অগ্রসর হ'ন শৈলগুলি ততই উন্নত ও সুন্দর দেখায়।

পরদিন সকালে তাঁরা এক আগ্নেয়গিরি দেখ্‌তে পেলেন। দেখ্‌লেন, তার শিখরটি তুষারাচ্ছন্ন কিন্তু তার মধ্য দিয়ে ধূম নির্গত হচ্ছে। রস্‌ তাঁর জাহাজের নাম অনুসারে এই পর্ব্বতটির নাম রাখলেন—ইরিবাস। ইরিবাসের উচ্চতা ১২,০০০ ফিট্‌। ইরিবাসের কাছেই আর একটি আগ্নেয়-পর্ব্বত ছিল। তার নাম দেওয়া হ'ল, টেরর।

তারপর আর বিশেষ কোন অঞ্চল আবিষ্কারের সুবিধা হ'ল না; রস্‌ সদলে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ফিরে গেলেন। সেখানে তিন মাস কাটিয়ে আবার তুষাররাজ্যে প্রবেশ করলেন।

তখন ডিসেম্বর মাস। তুষাররাজ্যে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হ'ল না। প্রায় সর্ব্বক্ষণই কুয়াশায় চারধার আচ্ছন্ন; কিছুই দেখা যায় না। এর ওপর সমুদ্রের উপরিভাগ জমে আছে। আর, সেই তুষাররাশিও নিরবচ্ছিন্ন নয়। সমুদ্র উদ্বেলিত হলেই সেই তুষারের চাপ দুলে ও ফুলে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে জাহাজ পরিচালন করা কঠিন। রস্‌ বরফের একটা প্রকাণ্ড চাপের দু'পাশে জাহাজ দু'খানা বেঁধে দিলেন। বাতাসের টানে সেই

বরফের চাপ মাঝে মাঝে ভেসে চল্‌তে লাগ্‌ল, তার সঙ্গে ভেসে চল্‌ল—জাহাজ ছু'খানা।

দৃশ্যের মধ্যে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই ;—সেই তুষাররাশি ; তার ওপর পেন্‌গুইন ও সীল। তবে জলে এবার ছোট ছোট তিমি দেখা যেতে লাগ্‌ল। তাদের সঙ্গে দেখা গেল, গ্র্যাম্‌পাস্‌ তিমি বা রাক্ষুসে তিমি। তাদের আকৃতি দেখ্‌লেই ভয় হয় ;—মাথার রঙ কালো, গলার রঙ হল্‌দে, চোখ দুটো ছোট ছোট ও হিংস্রতায় ভরা। এদের ভয়ে সীল ও পেন্‌গুইনেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। এরা দূর থেকে গোপনে দেখে, কোথায় সীল বা পেন্‌গুইন ব'সে আছে। যদি দেখে, কোন বরফের চাপের ওপর সীল বা পেন্‌গুইন নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে বা ব'সে আছে, তাহ'লে সেই চাপের তলায় চলে যায়। তারপর মাথা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে চাপটা হঠাৎ ভেঙ্গে ফেলে। সেই ধাক্কায় সীল বা পেন্‌গুইনেরা জলে প'ড়ে যায়। তারপর আর তাদের রক্ষা থাকে না। একদিন একটা রাক্ষুসে তিমি একটা মজার ব্যাপার ঘটাল। ক্যাপ্‌টেন রসের জাহাজ ইরিবাস চলেছে, কিন্তু তা'কে সে কোন একটা বৃহৎ জলজন্তু মনে ক'রে তার সম্মুখ থেকে কিছুতেই স'রে যেতে চাইল না

ফলে জাহাজখানাকে তার পিঠের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হ'ল। সেই সময় নীচ থেকে একটা ভারী জিনিষের গায়ে ধাক্কা লাগার শব্দ উঠ্‌ল। তারপর জন্তুটির অবস্থা সম্বন্ধে আর কিছু জান্‌তে পারা গেল না।

দক্ষিণ মেরুসাগরের এক অংশের নাম 'রস্‌-সী'। রস্‌ সাহেব জায়গাটির নাম অবশ্য নিজের নাম অনুসারেই রেখেছিলেন।

রস্‌কে কয়েকবার সমুদ্রে বিপদে পড়্‌তে হয়। একবার প্রবল ঝড়ে ও কুয়াশায় তাঁদের জাহাজ দু'খানা এমন অসহায় হ'য়ে পড়েছিল যে, এক সময় তাঁদের ধারণা হয়েছিল, তাঁদের সকলকেই সলিল-সমাধি লাভ কর্‌তে হবে। সে সময় ঝড়ের ধাক্কায়, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ দু'খানা হঠাৎ পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং নিমেষে দুটিতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ লাগে। ফলে ইরিবাসের সম্মুখভাগের কয়েকটি সজ্জা ভেঙে যায়। কিন্তু আরও ক্ষতি হ'বার পূর্ব্বেই অধ্যক্ষের কৌশলে ও নাবিকগণের তৎপরতায় ইরিবাস সে বিপদ কাটিয়ে টেররের কাছ থেকে কিছু দূরে গিয়ে পড়ে। কিন্তু টেররের অবস্থা তখন শোচনীয়। তার এক পাশে একটি প্রকাণ্ড

হিমশিলা। উত্তাল তরঙ্গাঘাতে তার সঙ্গে একবার টেররের ধাক্কা লাগে। সৌভাগ্যবশতঃ টেররও সে আঘাত সাম্‌লে নেয়। তবুও তার অবস্থা বিশেষ নিরাপদ হয় না। সে হিমশিলার পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু ঢেউয়ের আঘাতে ও অন্যান্য হিমশিলায় তার গতি বার বার ব্যাহত হয়। সৌভাগ্য-বশতঃ শেষ পর্য্যন্ত তার অধ্যক্ষ জাহাজখানাকে বিপন্মুক্ত কর্‌তে সমর্থ হ'ন।

স্যার জেম্‌স্‌ ক্লার্ক রসের অভিযান যে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তা বলা চলে না; তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের যে পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, সেই পথেই তাঁর পরবর্ত্তী অভিযানকারিগণ অনুসরণ করেছেন।

স্যার জেম্‌স্‌ রসের পর দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের আবিষ্কারে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল আর কেউ চেষ্টা করেন না। রসের সঙ্গেই দ্বিতীয় পর্ব্বের অবসান হয়।

রসের পর দু'জন অভিযানকারী—স্যার জন্‌ ফ্র্যাঙ্কলিন ও ক্যাপ্‌টেন ক্রোসিয়ার—রস্‌ সাহেবের ইরিবাস ও টেরর নামে জাহাজ দু'খানি নিয়ে উত্তর মেরুপ্রদেশে উত্তর-

পশ্চিম পথ আবিষ্কারে যাত্রা করেন। তাঁরা তা'তে কৃতকার্য্য হ'ন বটে, কিন্তু জাহাজ দু'খানি হিমশিলার নিষ্পেষণে ধ্বংস হ'য়ে যায় এবং নাবিকগণ শীতে ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

তিন

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একটি জাহাজী কোম্পানি তাঁদের চারখানি জাহাজ দক্ষিণ মেরুসাগরে প্রেরণ করেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—দক্ষিণ মেরুসাগরে মূল্যবান স্পার্‌ম্ তিমি শিকার। তবুও দু'খানা জাহাজে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কয়েক রকম যন্ত্রপাতি ও জন দুই বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

বৈজ্ঞানিকদের কিন্তু জাহাজের অধ্যক্ষ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন—"বাপু হে! এটা বৈজ্ঞানিক অভিযান নয়। অতএব চুপচাপ থাক।"

বাস্তবিক তাঁরই কথামত কাজ হ'তে লাগ্‌ল। মেরু মহাদেশের বিশেষ কোন অংশ আবিষ্কৃত হ'ল না। চারখানা জাহাজই ইরিবাস ও টেরর উপসাগরে স্পারম্ তিমির অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। জাহাজের অধ্যক্ষ মনে করেছিলেন, গ্রীন্‌ল্যাণ্ড উপকূলে যেমন স্পারম্ তিমি পাওয়া যায়, সেখানেও সেই রকম হবে। কিন্তু এ অঞ্চলে ঐ জাতীয় তিমি পাওয়া যায় না।

একদিন একখানি জাহাজের কয়েকজন নাবিক নৌকোয় তিমি-শিকারে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড তিমিকে হারপুন দিয়ে গাঁথ্‌লেন। জন্তুটা ছিল—পিঠে কুঁজওয়ালা তিমি জাতীয়। হারপুনটা তার গায়ে বিঁধে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকোখানাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। নাবিকেরা মনে করল, জন্তুটা শীঘ্রই ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌বে। কিন্তু তারপর তেরো ঘণ্টা কেটে গেল, নাবিকেরা তার গায়ে আর একটা হারপুন গেঁথে দিল, ছটা হাউই ছুড়ে তা'কে মারল, তবুও তার কিছু হ'ল না। সে পরিশেষে পালিয়ে গেল!

সমুদ্রের ঐ অংশে আর একজন তিমি-শিকারী ছিলেন। তিনি নরওয়ের অধিবাসী; নাম সি. এ. লার্‌সেন। তিনি উত্তর মেরুসাগরেও কিছুকাল তিমি-শিকার করেছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের দিকে তাঁর কিছু ঝোঁক ছিল। তিনি একদিন মেরুপ্রদেশের এক অংশে অবতরণ করেন। তাঁর পরম সৌভাগ্যই বল্‌তে হবে যে, তিনি সেখানে শামুকজাতীয় প্রাণীর কয়েকটি প্রস্তরীভূত খোলা ও প্রস্তরীভূত কাঠ সংগ্রহ কর্‌তে সক্ষম হ'ন। তার ফলে জানা যায় যে, বর্ত্তমানের তুষারাচ্ছন্ন দক্ষিণ-মেরু-

মহাদেশ এক সময়ে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের বাসোপযোগী স্থান ছিল। কোন কারণবশতঃ সুদূর অতীতে মহাদেশটির আবহাওয়া বদ্‌লে যায় এবং তা তুষার মরুতে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগৎও সেখান থেকে লোপ পায়।

এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের আরও কয়েকটি রাষ্ট্র দক্ষিণ মেরু-অভিযানের সঙ্কল্প করেন। সেগুলির মধ্যে বেলজিয়ামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, বেলজিয়াম থেকে যে জাহাজটি দক্ষিণ মেরু-অভিযানের জন্য প্রেরিত হয়, তার কর্ম্মচারীদের মধ্যে ছিলেন, রেওল্‌ড্ অ্যামান্‌সেন। অ্যামান্‌সেনের নাম সভ্যজগতে আজ কে না জানে? কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন না যে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বেলজিকা জাহাজের সেই তরুণ নৌ-কর্ম্মচারী অ্যামান্‌সেনই দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার ক'রে সেখানে তাঁদের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেন?

দুঃখের বিষয় বেলজিয়াম সরকার অভিযানটির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন নি; তার আংশিক ব্যয় পূরণ করেছিলেন মাত্র। আর, বেলজিকার কর্ম্মচারিগণও যে মেরু-মহাদেশের বিশেষ কোন অংশ আবিষ্কার করুতে

পেরেছিলেন, তাও নয়। তবে তাঁদের মধ্যে একজন বৈজ্ঞানিক কতকগুলি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন—যেগুলির মূল্যস্বরূপ তাঁকে দিতে হয়েছিল, নিজের জীবনকে। অপর দিকে, বেলজিকাই সর্ব্বপ্রথম মেরু-রাত্রির মধ্যে সুদীর্ঘকাল যাপন করে।

সে এক বিচিত্র অবস্থা! তখন শীতকাল। ১৭ই মার্চ্চ ; সূর্য্য অস্ত গেল। জাহাজখানারও চারধারে বরফ জমে উঠ্‌তে লাগল। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে, ভয় হ'তে লাগ্‌ল বুঝি বা বেলজিকা তুষার-সমাধি লাভ করে। তা'কে রক্ষা কর্‌বার জন্যে নাবিকেরা গাঁতি ও শাবল দিয়ে তার চারধারের কঠিন বরফরাশি কেটে সরাতে লাগ্‌ল। একে অন্ধকার। তার ওপর প্রচণ্ড শীত। হিমাঙ্কের বহু নীচে তাপ নেমে গেছে। কাজটি যে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়।

এই শীতের সময়ই তুষারের ওপর একটি ছোট ঘর তৈরি ক'রে তার মধ্যে থেকে সেই বৈজ্ঞানিকটি যন্ত্রপাতি সাহায্যে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ হিমরাত্রির অন্ধকার ; টাট্‌কা খাদ্যের অভাব ও বৈচিত্র্যহীনতা তাঁর দেহমনকে ভেঙে দিল। তিনি

একদিন মারা গেলেন। তাঁর বন্ধুগণ বরফ খুঁড়ে তাঁর দেহটি সমুদ্রে নামিয়ে দিলেন। নাবিকদেরও মধ্যে দু'জন পাগল হ'য়ে গেল।

তারপর যখন দীর্ঘ রাত্রির অবসান হ'ল তখন আর এক বিপদ দেখা দিল। জাহাজখানার চারধারেই ঘন তুষার। জাহাজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে বরফের মধ্যে একটি খাল। সেই খালে না পৌঁছতে পারলে সেই তুষারকারা থেকে জাহাজের নিষ্কৃতি নেই। নাবিকেরা বরফ সরাতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। বরফের ওপর বিস্ফোরক রেখে তার সাহায্যে বরফ ভাঙবার চেষ্টা হ'ল; কিন্তু তা'তে কোনই ফল হ'ল না। তখন জাহাজ থেকে ৫০০ গজ দূরে বরফের মধ্যে ১০ ফিট্ গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে এক পিপে ডিনামাইট রেখে দূর থেকে তার ফিউজে আগুন দেওয়া হ'ল। ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হ'ল, তুষারকণায় বহু স্থান ভ'রে গেল এবং প্রায় ১৬০ ফিট্ উঁচুতে জল লাফিয়ে উঠ্‌ল। তবুও সেই তুষারচাপের ওপর কোন ফাটলের সৃষ্টি হ'ল না। অবশেষে একস্থানে একটি পুরাতন ফাটল দেখা গেল। সেখানকার বরফমাত্র ৫।৬ ফিট্ পুরু। সেই ফাটলের

কিনারা থেকে বরফ কেটে একটি খালের মত তৈরি করা হ'তে লাগ্‌ল। কাজটি কতকদূর অগ্রসর হ'লে হঠাৎ ঝড় উঠ্‌ল। সেই ঝড়ে তুষারচাপ ভেঙে-চুরে একটি পথের সৃষ্টি হ'ল। সেই সুযোগে বেলজিকা তুষারকারা থেকে বেরিয়ে মুক্ত জলরাশির মধ্যে গিয়ে পড়্‌ল।

বেলজিকার পর আবার একদল লোক 'সাদারণ ক্রশ্‌' নামে একখানি জাহাজে দক্ষিণ মেরু-অভিযানে এলেন। মেরুপ্রদেশের এক অংশে তাঁদের নামিয়ে দিয়ে সাদারণ ক্রশ্‌ চলে গেল। কথা রইল, লোকগুলি অন্ততঃ এক বৎসর মেরুপ্রদেশে থাকবেন এবং সাধ্যমত মেরু-প্রদেশ আবিষ্কার ও তার সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন। এই সময়ান্তে সাদারণ ক্রশ্‌ ফিরে এসে তাঁদের সকলকে নিয়ে যাবে।

এই দলের যিনি অধিনায়ক ছিলেন, তাঁর নাম বোরগ্রেভিঙ্ক। বোরগ্রেভিঙ্কও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে সদলে দীর্ঘরাত্রি ও শীতযাপন করলেন। তাঁর দলও বিশেষ কোন অঞ্চল আবিষ্কারে সক্ষম হ'ল না। শীতশেষে সাদারণ ক্রশ্‌ আবার ফিরে এল। তখনও বোরগ্রেভিঙ্কের দলের যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা জাহাজে উঠে' দুরতিক্রমনীয়

তুষার-প্রাচীরের ধার দিয়ে দক্ষিণের দিকে চল্‌তে লাগ্‌লেন। এক জায়গায় পৌঁছে দেখা গেল, প্রাচীরটা খুবই নীচু। বোরগ্রেভিঙ্ক এইখানে জাহাজ লাগিয়ে কয়েকজনকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ কর্‌লেন। তাঁরা চল্‌লেন শ্লেজে। এইদল স্থলভাগের ৭৮°৫০′ অক্ষাংশে পৌঁছলেন। তখন পর্য্যন্ত কোন মানুষ এত দক্ষিণে যেতে সক্ষম হয়নি। এইখান থেকে তাঁরা ফিরে আসেন এবং এইখানেই দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের তৃতীয় পর্ব্বের শেষ হয়।

চার

ক্যাপ্‌টেন রবার্ট ফ্যালকন স্কটের নাম, দেশ আবিষ্কারকগণের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তিনি যে ত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করেছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও যে অসীম ধৈর্য্য দেখিয়েছিলেন, তা অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিগণের চরিত্রেই দেখা যায়। তিনি দু'বার দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারে যাত্রা করেন। দু'বার তিনি একই জাহাজ ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর জাহাজখানির নাম ছিল, 'ডিস্‌কভারি'।

প্রথমবারে তিনি যখন যাত্রা করেন, তখন ১৯০১ খৃষ্টাব্দ। তাঁর এই অভিযানকে ব্রিটিশদের জাতীয় অভিযান বলা যেতে পারে। কেননা এর অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার এবং এই অভিযানের নামও ছিল, 'ব্রিটিশ ন্যাশন্যাল অ্যান্‌টারটিক্‌ একস্‌পিডিশান'। এই দলে ছিলেন, শ্যাক্‌লটন নামে একজন কর্ম্মচারী। ইনি স্কটের প্রথম অভিযানের পরে একদল লোক নিয়ে স্বয়ং দক্ষিণ মেরু-আবিষ্কারে যাত্রা

করেন এবং মেরু থেকে মাত্র নব্বই মাইল দূরে পৌঁছতে সমর্থ হ'ন।

দক্ষিণ মেরুসাগরের সর্ব্বত্রই যে জাহাজ পরিচালন সম্ভব নয়, তা পূর্ব্বের পরিচ্ছেদগুলি থেকেই জানা যায়। আবার, এ বৎসর বা এক পক্ষ পূর্ব্বে যে অংশে জাহাজ চালনা সম্ভব হয়েছিল, আবার যে সেখানে ভবিষ্যতে জাহাজ চালনা সম্ভব হবেই, তাও নয়। সে অংশ তুষারে ও কুয়াশায় দুর্গম হ'য়ে থাকার বিশেষ সম্ভাবনা। দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে—প্রচণ্ড ঝড়। সে ঝড় একদিন, দুদিন, পাঁচদিন বা তার চেয়েও অনেক দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'য়ে থাকে। এখানে সময় সময় তাপমানের ঘন ঘন পরিবর্ত্তনও হয়। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে হয়ত তাপ ছিল —৩০°, এক ঘণ্টা পরে তা হ'ল +২৮°। এই অবস্থা অত্যন্ত অসহনীয়। +২৮° তাপ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়। আমাদের দেশে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু ঠাণ্ডা হ'লেও সেখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। তখন রৌদ্রের তেজে পর্ব্বতের পাথর ফেটে চৌচীর হ'য়ে যায়!

যাই হোক, স্কট্ গিয়ে ইরিবাস পর্ব্বতের কাছে

বরফের ওপর কয়েকটি কুটির বাঁধলেন। ডাইনামো চালাবার জন্যে একটি উইণ্ড্মিল তৈরি করা হ'ল। তারপর রীতিমত কাজ চল্তে লাগ্ল। দু'টি দল দু'দিকে অনুসন্ধানে যাত্রা কর্ল। কিন্তু তুষার-ঝড়, প্রচণ্ড শীত ও দুর্ঘটনার জন্য বিফলকাম হ'য়ে তাদের জাহাজে ফিরে আস্তে হ'ল। এদিকে শীতের রাত্রি নাম্তেও আর দেরি ছিল না। সকলে তার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগ্লেন।

একদিন দু'টি সীলকে জীবন্ত ধ'রে এক জায়গায় বেঁধে রাখা হ'ল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সে দু'টি বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা কর্ছে এবং এক সময় কিছুদূর পালিয়েও গেল। আবার তাদের ধরা হ'ল এবং এবারকার বন্ধন হ'ল আরও দৃঢ়। সে বন্ধন কেটে পালান সত্যই অসম্ভব। তবুও পরদিন দেখা গেল, একটি সীল নেই! এই জায়গাটায় এম্পারার পেন্গুইনদের বাসা ছিল। এক একটা এম্পারার পেন্গুইনের ওজন প্রায় একমণ এবং উচ্চতায় তারা প্রায় চার ফুট। একদিন নাবিকেরা রাতের অন্ধকারে ল্যাসো দিয়ে এম্পারার পেন্গুইন ধরবার চেষ্টা কর্লেন। ফলে তাঁরাই পরস্পরের

ল্যাসোতে বন্দী হ'তে লাগ্‌লেন, আর পেন্‌গুইনেরা তাদের মাঝ দিয়ে লাফাতে লাফাতে এদিকে-ওদিকে স'রে যেতে লাগ্‌ল।

২০শে এপ্রিল সূর্য্য অস্ত গেল। সেই সঙ্গে নাম্‌ল প্রচণ্ড শীত। মাঝে মাঝে প্রবল ঝড় হ'তে লাগ্‌ল। বাতাসের সে কি বেগ, কি তার শব্দ! একদিন ত উইণ্ড্‌মিলটি ঝড়ে ভেঙ্গে উড়ে গেল। তার ফলে বিজলী সরবরাহ বন্ধ হ'য়ে গেল। সকলে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জাহাজে গিয়ে বাসা নিলেন। জাহাজও তখন ঘন তুষারে বন্দী হ'য়ে আছে। তারও চোঙের ওপর দিকটা ঝড়ে গেল ভেঙে। কেবিনগুলোর ভেতরে তৎক্ষণাৎ ধোঁয়া ঢুক্‌তে লাগ্‌ল। ধোঁয়ার কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে জাহাজের আগুন নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। এই দুর্য্যোগপূর্ণ দীর্ঘ সময়টা স্কটের সঙ্গিগণ যতদূর সম্ভব আনন্দেই কাটিয়েছিলেন, বেলজিকার নাবিকগণের মত অবস্থা তাঁদের হয় নি।

চারমাস পরে আবার সূর্য্য দেখা গেল। তখন অবশ্য বসন্তকাল। কিন্তু কোথাও ফুল ফুটল না, নতুন পাতা গজাল না, মৌমাছির গুঞ্জন বা কোকিলের ডাকও শোনা

গেল না, কেবল শীত কিছু কমল, বরফ কিছু গলে গেল। তবুও এক একদিন ০° ডিগ্রির নীচে —৮০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ নেমে যেতে লাগ্‌ল। স্কট্ সঙ্গিগণকে নিয়ে কর্ম্মব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তারপর একদিন দু'দল শ্লেজে দু'দিকে দু'টি উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। তাদের একটিতে রইলেন স্বয়ং স্কট্ এবং শ্যাক্‌লটন। স্কট্ চল্‌লেন, জাহাজ থেকে ৮০ মাইল দূরে এক জায়গায়। কিন্তু তাঁরা এতদূরে পৌঁছতে পারলেন না। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও তুষার-ঝড়ের জন্য তাঁদের ফিরে আস্‌তে হ'ল।

তারপর আবার দিন সাতেক পরে তাঁরা শ্লেজে রওনা হ'লেন। এবার প্রায় সমস্ত পথ এক রকম নিরাপদে পার হ'য়ে গেলেন; কিন্তু গন্তব্যস্থলের কয়েক মাইল পূর্ব্বে বরফের ওপর যে সকল গভীর ফাটল ছিল, স্কটের একজন সঙ্গী হঠাৎ তার মধ্যে গেলেন পড়ে। বরফের সুতীক্ষ্ণ কিনারায় লেগে তাঁর গায়ের চামড়ার বন্ধনীগুলির অর্দ্ধেক কেটে গেল। তিনি সেই বাকী অর্দ্ধেকের টানেই ফাটলের মধ্যে ঝুল্‌তে লাগ্‌লেন। এটা নিতান্ত ভাগ্য বল্‌তে হ'বে। এই সব ফাটল এত গভীর এবং এগুলির অভ্যন্তরভাগ এমন ঠাণ্ডা যে, এদের মধ্যে পড়্‌লে ওঠ্‌বার

বা বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই নেই। এই সব ফাটলের ওপর জায়গায় জায়গায় বরফ জমে সেতুর মত হ'য়ে থাকে। স্কট্‌রা সেই সব সেতুর ওপর দিয়ে ফাটল পার হচ্ছিলেন। সেই সময় একটি সেতু হঠাৎ ধ্বসে যাওয়ায় স্কটের সঙ্গীটি ফাটলের মধ্যে প'ড়ে যান। যাহোক তাঁকে অতি কষ্টে ও সাবধানে টেনে তোলা হ'ল। আবার কিছুদূর যেতে না যেতে আর একটি ফাটল পার হ'বার সময় সেতুটি হঠাৎ ভেঙ্গে গেল, সেই সঙ্গে শ্লেজখানিও ফাটলের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল। সকলে যথেষ্ট টানাটানি করলেন; তবু শ্লেজখানি তুলতে পারলেন না। অবশেষে একজনকে দড়িতে বেঁধে তার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি বহু কষ্টে শ্লেজখানি ভারমুক্ত ক'রে ভারগুলি একে একে আর একটি দড়ির প্রান্তে বেঁধে দিতে লাগ্‌লেন। ওপরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সেগুলো টেনে তুলতে লাগ্‌লেন। জিনিষ-গুলো ছিল খুবই মূল্যবান; ছয় সপ্তাহের খাদ্য। দক্ষিণ মেরুতে যাবার পথে সেগুলো দরকার হ'বে, এই জন্য স্কট্ সেগুলো জাহাজ থেকে ৮০ মাইল দূরে এক জায়গায় সঞ্চয় ক'রে রাখতে যাচ্ছিলেন। খাদ্যগুলো তোলা হ'লে সকলে আবার চল্‌তে লাগ্‌লেন এবং গন্তব্য-

স্থলে পৌঁছে সেগুলো সেখানে রেখে আবার জাহাজে ফিরে গেলেন।

জাহাজে ফিরে স্কট্ শুনলেন, তাঁর সহকারীদের মধ্যে স্কারভি রোগ দেখা দিয়েছে। এই রোগটি হয় টাট্‌কা খাদ্য ও তাজা শাক-শব্জীর অভাবে। এই রোগে হাত-পা ফুলে' যায়, মাঢ়ী কাল হয়। পরিশেষে রোগীর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাজা মাংস ও খাদ্য এই রোগ নিরাময় করে। সেখানে কাঁচা মাংস অর্থে সীল ও তিমির মাংস। অবিলম্বে আধ টন সীলের মাংস জোগাড় করা হ'ল এবং সমস্ত জাহাজখানা রোগবীজাণুনাশক ঔষধে ধুয়ে, বিছানা-পত্র রৌদ্রে দিয়ে সকলে রোগটির সঙ্গে রীতিমত সংগ্রাম সুরু ক'রে দিলেন।

স্কটের প্রথমবারের অভিযান এইজন্য উল্লেখযোগ্য যে, তার ফলে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের কতকগুলি অংশ আবিষ্কৃত হয়। তাঁর দলের কয়েকজন কয়েকটি সু-উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণে সমর্থ হ'ন। কিন্তু এই কাজের জন্য তাঁদের সকলকে গভীর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়, এবং কয়েকবার তুষার-পর্ব্বত থেকে বা ফাটলের মধ্যে প'ড়ে তাঁদের জীবনের আশা এক রকম ছিল না।

স্কট্ একবার দক্ষিণ মেরুতে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কাজে সফল হ'ন না; শীত ও তুষার-ঝড়ে ক্লীষ্ট হ'য়ে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'ন। মাঝে মাঝে খাদ্যাভাবও তাঁদের বড় পীড়া দিয়েছিল। এমনও কতদিন গেছে যে, তাঁরা একবেলা মাত্র আহার করেছেন, অথচ পরিশ্রম করেছেন অমানুষিক। একদিন বড় মজার ব্যাপার ঘটে। স্কট্, শ্যাক্‌লটন ও আর একজন নাবিক জাহাজে ফির্‌ছিলেন; কিন্তু এক জায়গায় পৌঁছে তাঁরা বরফে পথ হারিয়ে ফেল্‌লেন। তিনজনেরই অবস্থা তখন হ'য়ে উঠ্‌ল শোচনীয়। জাহাজ সেখান থেকে তখনও প্রায় একশ' মাইল দূর। তবে পথে এক জায়গায় একটি ডিপোতে তাঁদের জন্য খাবার সঞ্চিত ছিল। তাঁরা কয়দিন একবেলা আহার করেছেন। সেজন্য তিনজনেরই জঠরে সারাদিনরাত ক্ষুধার আগুন জ্বল্‌ছে। তাঁদের লক্ষ্য হ'ল, পথের মধ্যে সেই ডিপো! কিন্তু কোথায় সেই ডিপো? কিছুক্ষণ অন্বেষণের পর, স্কট্ বাইনাকুলার দিয়ে ডিপোটি দেখ্‌তে পেলেন। তখন তিনজনেরই মন আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। সেখানে অবিলম্বে পৌঁছে তাঁরা ষ্টোভ্ জ্বেলে খাদ্য গরম কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

শ্যাকৃলটন অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন, সেজন্য খাদ্যে তাঁর খুব বেশি স্পৃহা ছিল না। তবুও খাদ্য গরম হ'লে যতটা পার্লেন খেলেন; কিন্তু স্কটের আর সেই নাবিকটির ক্ষুধা আর নিবৃত্ত হ'তেই চায় না। তাঁরা আকণ্ঠ খাদ্য গলাধঃকরণ ক'রে ক'দিনের অর্দ্ধাহারের প্রতিশোধ নিলেন। কিন্তু তারপরই সুরু হ'ল,—অতিভোজনের নিদারুণ যন্ত্রণা। শুয়ে-ব'সে দু'জনেরই স্বস্তি নেই! তাঁরা ডিপোর চারধারে ছুটে' বেড়াতে লাগ্‌লেন। তবুও পেটের ব্যথার উপশম হ'ল না; দু'জনকে সারারাত ঘুরে বেড়াতে হ'ল। পরদিন অবশ্য আবার ক্ষুধায় তাঁদের জঠর জ্বল্‌তে লাগ্‌ল।

স্কট্ মেরুপ্রদেশে প্রায় দু'বৎসর ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় দেড় হাজার মাইল অতিক্রম করেন।

তাঁর সঙ্গী ডাঃ উইল্‌সন এম্‌পারার পেন্‌গুইনদের শাবকদের সম্বন্ধে বড় কৌতূহলোদ্দীপক কথা লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন—"শীতকালের মধ্যভাগে পেন্‌গুইন মাতা বরফের ওপর ডিমপ্রসব করে। তারপর ফুটবার আগে সেটিকে পায়ের ওপর রেখে কিছুকাল চুপ-চাপ ব'সে থাকে। ডিম ফুটে' বাচ্চা বা'র হলে,

পেন্‌গুইন মাতারা দলে দলে তাদের শাবকদের নিয়ে হিমশিলার কিনারায় গিয়ে বসে। শিলাটা ভেঙে যখন ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলে যায়, সেই সঙ্গে বাচ্চাগুলোকেও সেটা দূরে নিয়ে যায়।"

ফির্‌বার পথেও স্কটের জাহাজ হিমশিলার আঘাতে ও ঝড়ে ধ্বংসোন্মুখ হয়েছিল। প্রথমে মাইলখানেক গিয়েই প্রবল ঝড় উঠে। সেই ঝড়ে জাহাজখানা বরফের চড়ায় আট্‌কে যায়। তখন এক এক সময় মনে হয়, এই বুঝি বরফের ধাক্কায় জাহাজখানা ভেঙে গেল। সৌভাগ্যবশতঃ কয়েক ঘণ্টা পরে বাতাসের বেগ কমে যায়; জাহাজখানাকেও মুক্ত ক'রে নাবিকরা উত্তর দিকে যাত্রা করেন।

কিন্তু সেই সময়ই ইউরোপের আরও চারটি রাষ্ট্র দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের জন্য জাহাজ পাঠিয়েছিল। সেই রাষ্ট্র চারটি হচ্ছে—জার্ম্মানি, ফ্রান্স, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও সুইডেন। ইংলণ্ডের মত এই চারটি রাষ্ট্রেরও উদ্দেশ্য ছিল—আবিষ্কারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ। তাদের সে উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল হয়েছিল। তাদের বিভিন্ন চেষ্টার ফলে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ সম্বন্ধে একটা

মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে। এবং সেখানকার একখানি অসম্পূর্ণ মানচিত্র গঠিত হয়। আবিষ্কারের পথে এঁদের—বিশেষ ক'রে সুইডেন প্রেরিত অভিযান-কারীদের যে কষ্টভোগ করতে এবং বিপদের সম্মুখীন্ হ'তে হয়, সে কাহিনী বড় রোমাঞ্চকর। এখানে তা বর্ণন সম্ভব হ'ল না।

পাঁচ

শ্যাক্‌লটন ক্যাপ্‌টেন স্কটের সঙ্গে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারে গেলেও অসুস্থতার জন্য স্কটের আগেই তিনি দেশে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'ন। কিন্তু যে জাহাজে তিনি ফিরে আসেন, সে জাহাজে উঠ্‌বার সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন,—"আমি অধিনায়ক হ'য়ে আবার এখানে একদিন ফিরে আস্‌বই। কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।"

তাঁর সে প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছিল, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। তখন তিনি স্কটিশ্‌ রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সেক্রেটারি।

তখনও ফরাসী নাবিক চারকো দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের গ্র্যাহামস্‌ ল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। চারকো লোকটি ছিলেন বড় সহিষ্ণু। তাঁর কাজে কোথাও ফাঁক থাকৃত না।

শ্যাক্‌লটন স্থির কর্‌লেন, তিনি রস্‌-সী থেকে তাঁর কাজ সুরু কর্‌বেন। সেইমত তাঁর দলকে তিনভাগে বিভক্ত ক'রে—একটি দলকে পাঠালেন দক্ষিণ মেরুতে, দ্বিতীয়

দলকে ম্যাগ্‌নেটিক দক্ষিণ মেরুতে* এবং তৃতীয় দলকে কিং এড্‌ওয়ার্ড দি সেভেন্‌থ ল্যাণ্ডের দিকে। শ্যাক্‌লটন নানারকম রসদ-পত্র ত সঙ্গে নিলেনই, তা ছাড়াও নিলেন কয়েকটি মাঞ্চুরিয়ান ঘোড়া, কতকগুলি কুকুর ও ভেড়া এবং একখানি মোটরগাড়ি। স্কট্‌ও কতকগুলি কুকুর সঙ্গে নিয়েছিলেন। মোটরগাড়ির জন্যে যে তেল নেওয়া হ'ল, তা আবার এমন ধরণের যা ঠাণ্ডায় জমে না।

শ্যাক্‌লটনের জাহাজখানি ছিল ছোট, তার নাম নিমরড্‌। সেখানাকে একখানি জাহাজ মেরুর তুষার-সীমা অবধি টেনে নিয়ে রেখে গেল। কিন্তু পথে তা'কে দুর্ভোগ ভুগ্‌তে হ'ল বিস্তর। তার নাবিকদের শুয়ে-ব'সে নিস্তার ছিল না।

কিং এড্‌ওয়ার্ড ল্যাণ্ডে জাহাজ লাগাবার উদ্দেশ্য ছিল যে, অঞ্চলটা ছিল মেরুর অনেক কাছে। যাই হোক্‌, স্কট্‌ যেখানে ঘাটি স্থাপন করেছিলেন, সেখান থেকে ষোলো মাইল দূরে রস্‌-দ্বীপের অপর দিকে শ্যাক্‌লটন

---

* কম্পাস্‌-কাঁটা ঠিক উত্তর-দক্ষিণে থাকে না; একটু হেলে থাকে। যেদিকে হেলে এবং নীচের দিকে নুয়ে থাকে, সেই দিক্‌।

তাঁর ঘাটি স্থাপন করলেন। তার প্রায় এক মাস পরে, সেখান থেকে তিনজন ইরিবাস আগ্নেয়গিরির চূড়ায় উঠ্‌বার জন্যে রওনা হলেন। এই পর্ব্বতটির উচ্চতা ১৩,৩০০ ফিট্‌। তিনজনে বহু আয়াসে শৃঙ্গে আরোহণ ক'রে দেখ্‌লেন, পুরাতন কটাহটি নির্ব্বাপিত, তার পাশে আর একটি কটাহ থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছে। এখানে ঠাণ্ডা প্রচণ্ড এবং বাতাসের বেগ এত প্রবল যে, উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়ানো অসাধ্য। পৃথিবীতে যে সকল বৃহৎ আগ্নেয়গিরি আছে, ইরিবাস সেগুলোর মধ্যে একটি।

শ্যাক্‌লটনের একটা সুবিধা ছিল এই যে, তাঁর আগে যে-সব আবিষ্কারক মেরুপ্রদেশে প্রাণপাত চেষ্টায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তিনি তা থেকে বহু সাহায্য লাভ করতে লাগ্‌লেন। তিনি স্কটের সঙ্গে সেখানে একটি শীত ও একটি মেরুরাত্রি যাপন করেছিলেন। সে সময়ের অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরই ছিল। এবারও সেখানে শীত যাপন ক'রে বসন্তকালে তিনি অভিযান সুরু করলেন। দু'টি দল দু'দিকে যাত্রা করল। একদল গেল দক্ষিণে, অপর দল গেল পশ্চিমে। দক্ষিণে যাঁরা গেলেন, তাঁরা

নিলেন ঘোড়া কয়টি সঙ্গে। প্রত্যেকটি ঘোড়া একখানি ক'রে শ্লেজ টান্‌তে লাগ্‌ল। মোটরগাড়িখানিকেও কাজে লাগানো হ'ল। কিন্তু সকল দিকে সেখানা চালানো সম্ভব হ'ল না। কেবলমাত্র সমুদ্রের ওপর যে বরফ জমে' ছিল, কেবল তার ওপর দিয়েই গাড়িখানা চল্‌ল। *

দীর্ঘপথে যাত্রার পূর্ব্বে পথের মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় তিন সপ্তাহের বা চার সপ্তাহের জন্য খাদ্যাদি সঞ্চয় ক'রে রাখা দরকার। এই ডিপোগুলির দূরত্ব ৫০, ৮০ বা ১০০ মাইল হ'তে পারে। লক্ষ্যস্থানে যাবার বা ফেরবার পথে এগুলি পরম আশ্রয়স্থল।

শ্যাক্‌লটন যাবার পথে এক এক জায়গায় ডিপো

---

* এখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে, স্বাভাবিক বরফের প্রকৃতি নানারকম। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কৃত্রিম উপায়ে যে বরফ তৈরী হয়, কেবল তা-ই আমরা দেখ্‌তে অভ্যস্ত। সমুদ্রের জল জমে' যে বরফের সৃষ্টি হয়, তার প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন, তার নামও তেমন নানারকম—যেমন প্যাক-আইস্‌, হ্যাম্‌কি আইস্‌, আইস্‌ ফ্লো, আইস্‌ বার্‌গ। আইস্‌ বার্‌গ অন্য ভাবেও সৃষ্ট হয়। হ্যাম্‌কি আইস্‌ রবারের মত। আইস্‌ ফ্লো, ভাসমান তুষারস্তর—খুব পুরু হ'তে পারে। প্যাক্‌ আইস্‌—কঠিন বরফের নানা আকারের চাপ। আইস্‌ বার্‌গ—হিমশিলা। এগুলি ছাড়া স্থলে বা বরফ-প্রান্তরের ওপর বরফের স্তূপ ও কোমল তুষারস্তর আছে। এগুলি সাধারণতঃ তুষারপাত ও বাতাসের জন্য নানা আকারে প্রাপ্ত হয়।

তৈরি ক'রে সেখানে খাদ্যাদি সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌তে লাগ্‌লেন। মাঞ্চুরিয়ায় খুব শীত। তাঁদের আশা ছিল, মাঞ্চুরিয়ার ঘোড়াগুলি কাজে লাগ্‌বে। কিন্তু মেরুপ্রদেশের শীত ও পরিবেষ্টনীতে সেগুলি বড় কাতর হ'য়ে পড়্‌ল। অগত্যা শ্যাক্‌লটন দু'টি ঘোড়াকে গুলী ক'রে মেরে তাদের মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা কর্‌লেন। সে জায়গায় তাই-ই উপাদেয় ও দুষ্প্রাপ্য খাদ্য। শ্যাকৃলটনরা চল্‌তে চল্‌তে নতুন প্রদেশ ও তুষারহীন সু-উন্নত একটি পর্ব্বতের সন্ধান পেলেন। পর্ব্বতটির পাথরগুলির রঙ লাল ও বাদামী।

এই প্রদেশের মধ্য দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তাঁদের বড় গ্রীষ্ম বোধ হ'তে লাগ্‌ল। তাঁদের অবস্থা এমন হ'ল যে, গায়ের সমস্ত পোষাক খুলে' সকলে কেবল পায়জামা ও সার্ট প'রে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। চারটে ঘোড়ার মধ্যে প্রথমে দুটো, তারপর একটিকে গুলী ক'রে মারা হয়েছিল। কাজেই তাদের বোঝা টান্‌ছিলেন তাঁরাই। বাকী ছিল একটি ঘোড়া।

অঞ্চলটি পার হ'তেই দেখা গেল, তাঁদের সম্মুখে একটি বিশাল বাধা। সেটি হ'ল—একটি পর্ব্বত। তাঁরা তার

ওপরই উঠে' যেতে লাগ্‌লেন। তিন হাজার ফিট্‌ উঠে' দেখেন, তার ভিতরে একটি তুষার-স্রোত বর্ত্তমান। তুষার-স্রোতটি দেখে তাঁদের ধারণা হ'ল, সেটি পর্ব্বতের অপর দিকে এক তুষারাচ্ছন্ন মালভূমির সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব। শ্যাক্‌লটন, তুষার-স্রোতটির নাম দিলেন—'বীয়ারড্‌ মোর'। বীয়ারড্‌ মোর হ'ল তাঁদের দক্ষিণের রাজপথ। তাঁরা বিনা দ্বিধায় সেই পথেই দক্ষিণদিকে চল্‌তে লাগ্‌লেন। পথটি অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। কিন্তু সেদিকে কারোই ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই দুর্গমপথে তাঁদের বারো দিন কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে নানারকম দুর্ঘটনা ঘট্‌ল। একজন ত ঘোড়া ও শ্লেজশুদ্ধ বরফের ফাটলের মধ্যে পড়ে গেলেন! সৌভাগ্যবশতঃ কারো প্রাণহানি হ'ল না এবং সকলেই অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। একদিন তাঁদের দলের একজন, এক জায়গায় অবিশুদ্ধ কয়লার স্তর এবং আর এক জায়গায় শিলাগাত্রে পাতার ছাপ আবিষ্কার কর্‌লেন।

এদিকে পথ ক্রমেই আরও দুর্গম হ'য়ে উঠ্‌ছে। দক্ষিণ মেরু থেকে ফিরবার পথে খাদ্যের অভাব ঘটে

এই আশঙ্কায় তাঁরা কয়দিন প্রত্যেকে মাত্র দু'খানা ক'রে বিস্কুট খেয়ে সারাদিন-রাত্রির ক্ষুধা দূর কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। তবুও সকলে প্রতিজ্ঞায় অটল। প্রতিদিনই তাঁদের মনে হয়, আজ পথের শেষ হ'বে ; আর তাঁদের উঠ্‌তে হবে না। কিন্তু প্রতিদিনই তাঁদের আশা ব্যর্থ হয় ; দেখেন, পথটি আরও ওপরে উঠে' গেছে। এই ভাবে তাঁরা ৮৫°.৫৫´ অক্ষরেখায় ৯৫০০ ফিট ওপরে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন ডিসেম্বর মাস ; ৫ই তারিখ। সেখান থেকে দক্ষিণ মেরু তখনও আড়াই শ' মাইল দূরে।

আবার সেই ক্রমোন্নত পথে সকলে উঠ্‌ত লাগ্‌লেন। সকলের সঙ্গেই প্রায় দু'মণ ক'রে বোঝা। প্রত্যেকেই শ্বাস টান্‌তে টান্‌তে উঠ্‌ছেন। এইভাবে ২৯শে ডিসেম্বর তাঁরা ১০,৩১০ ফিট ওপরে পৌঁছলেন। এই উচ্চতায় সকলেরই শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হ'ল। বিশেষ ক'রে, শ্যাক্‌লটনের কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল বেশি। এখানে আবার ঠাণ্ডা এমন প্রচণ্ড যে, তাঁদের প্রত্যেকের দাড়ির ওপর নিঃশ্বাসের জলকণা জমে' দাড়িগুলোকে পোষাকের গায়ে আট্‌কে দিল। কিছুতেই দাড়ি ছাড়ানো গেল না ; মাঝে মাঝে পট্‌ পট্‌ ক'রে ছিঁড়ে যেতে লাগ্‌ল।

এত ঠাণ্ডা, এমন কষ্ট তবুও তাঁরা অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। যে দূর দুর্গম পথে কোন প্রাণীর পায়ের চিহ্ন পড়ে নি, মানুষের কল্পনাও যে পথে ছুট্‌তে ভরসা পায় নি, শ্যাকল্‌টন ও তাঁর সঙ্গিগণ সেই পথ ধ'রে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন।

সে-পথ ক্রমেই আরও ওপরে উঠ্‌ছে। তাঁদের সম্মুখে তুষারাচ্ছন্ন সীমাহীন মালভূমি, পিছনে দূরে প'ড়ে আছে তুষার-স্রোত। দু'দিন পরে দূর দিগন্তে লক্ষ্যস্থল তাঁদের চোখে পড়্‌ল। কিন্তু তাঁদের অবস্থা তখন এমন যে, যদি ততদূরে তাঁরা কোনরকমে পৌঁছতেও পারেন, তাহ'লে কেউ ফিরে এসে সে কাহিনী আর লোকসমাজে বর্ণনা কর্‌তে পারবেন না। আবার ততদূর পৌঁছে ফিরে যেতেও তাঁদের মন চাইল না। তাঁরা স্থির কর্‌লেন, দক্ষিণ মেরুর অন্ততঃ ১০০ মাইলের মধ্যেও পৌঁছবেন। সকলেই তাই সমানে চল্‌তে লাগ্‌লেন।

ফিরবার পথে খাদ্যাভাবের ভয়ে তাঁরা স্বল্পাহার করছিলেন; সেই দিনের পর থেকে আহার দিলেন আরও কমিয়ে এবং একটি ডিপো তৈরি ক'রে সঙ্গের

অবশিষ্ট বোঝাগুলি সেখানে রেখে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। প্রথম দিনটি একরকমে কাট্‌ল; দ্বিতীয় দিন প্রবল তুষার-ঝড় উঠ্‌ল। তার বেগ হ'বে ঘণ্টায় নব্বই মাইল। তাঁরা কোনরকমে একটি তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এখানকার উচ্চতা ১১,৬০০ ফিট এবং তাপ ০° ডিগ্রীর—৭০° নীচে। আমাদের পক্ষে এমন ঠাণ্ডা কল্পনাতীত।

পরদিন ভোর চারটেয় ঝড় থাম্‌ল, আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল এবং শ্যাক্‌লটন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা কর্‌লেন। তারপর ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা চ'লে তাঁরা ৮৮°.২৩´ অক্ষরেখায় পেঁছিলেন। এখান থেকে মেরু মাত্র সাতানব্বই মাইল দূর। শ্যাক্‌লটনরা আর অগ্রসর হ'তে পার্‌লেন না; সেইখানেই ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা এবং ইংলণ্ড থেকে মেরুপ্রদেশে যাত্রা করবার সময় রাণী আলেকজান্দ্রা তাঁদের যে পতাকাখানি দিয়েছিলেন সেখানি প্রোথিত কর্‌লেন। তাকিয়ে দেখ্‌লেন, যতদূর দৃষ্টি চলে তাঁদের চারধারে সীমাহীন তুষার-মরু। এই মরুভূমি তাঁদেরই পদানত হ'ল। তাঁরা আর সেই উন্মুক্ত ভীষণ স্থানে বেশিক্ষণ

দাঁড়ালেন না; রাণীর পতাকাখানি নামিয়ে নিয়ে তাঁদের তাঁবুর দিকে ছুট্‌লেন।

ফিরবার পথে তাঁদের কষ্টের সীমা থাক্‌ল না। সকলেই তখন ক্লান্ত; তার ওপর উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। এক একদিন ভাগ্যে জুটে কেবল চা ও কোকো। তাই খেয়েই সকাল ৬-৪৫ থেকে রাত্রি ৯টা অবধি তাঁরা চলেন। জঠরে ক্ষুধার আগুন সারাদিনই জ্বল্‌ছে। তাঁদের শ্লেজের অবস্থাও শোচনীয়। সঙ্গে কতক-গুলি প্রাচীন নিদর্শনের বোঝা;—তাঁরা চলার পথে সংগ্রহ করেছিলেন। যখন অনুকূল বাতাস পান কেবল তখনই শ্লেজে দেন পাল তুলে। তার জোরে বরফের ওপর দিয়ে শ্লেজ কিছুদূর চলে। আবার বাতাস প'ড়ে এলেই নিজেদের শ্লেজ টান্‌তে হয়।

পথের মাঝে শ্যাক্‌লটন ও তাঁর দু'জন সঙ্গী অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌লেন; কেবল একজন তখনও সুস্থ রইলেন। একদিন ডিপো থেকে তাঁরা তখনও কয়েক মাইল দূরে, তাঁদের খাদ্য একেবারে ফুরিয়ে গেল। সেই সঙ্গে সকলে এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌লেন যে, পা দু'খানাকে আর চালাতে পারলেন না। কিন্তু সেখানে

এক্ মিনিটও অপেক্ষা করা অর্থে মৃত্যু! তাঁরা দু'হাতে এক একখানি ক'রে পা তুলে' মাটিতে রাখতে লাগ্‌লেন আর এগোতে লাগ্‌লেন। এ কষ্ট কল্পনাতীত নয় কি? এবং তা সহ্য করার উদ্দেশ্যই বা কি?

সৌভাগ্যবশতঃ তাঁদের এত কষ্ট সহ্য করা সার্থক হ'ল। তাঁরা কয়েকদিনের মধ্যেই বহুকষ্টে ও দুশ্চিন্তায় সমুদ্রের ধারে পেঁাছতে সমর্থ হলেন। তাঁদের জাহাজ নিম্‌রডও তখন তাঁদেরকে উদ্ধারের জন্য আস্‌ছিল। কিন্তু শ্যাক্‌লটন যে দলকে অপর দিকে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা তখনও ফেরেন নি। তাঁরাও অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য ক'রে, ভূতত্ত্বসম্বন্ধে কতকগুলি নিদর্শন ও কয়েকটি স্থান আবিষ্কার ক'রে, সমুদ্রের ধারে তাঁদের জাহাজ নিম্‌রডের সন্ধানে ফিরে চল্‌লেন।

যাবার পথে তাঁরা যেমন কখন কখন দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন, ফিরবার পথেও মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। একবার ত একজন একজায়গায় বরফের ফাটলের মধ্যে বিশ ফুট নীচে প'ড়ে যান। সকলেরই তখন ধারণা হ'য়, তিনি সেখান দিয়ে সমুদ্রে ডুবে গেছেন। আর, যদি নাও ডুবে গিয়ে থাকেন, তাঁকে সেখানেই মর্‌তে

হ'বে। কেননা তাঁকে তখন সেখান থেকে ওপরে টেনে তোল্‌বার মত শক্তি কারো দেহেই ছিল না। সকলেই ক্লান্ত। সুখের বিষয় ঘটনাটি ঘটেছিল, প্রায় সমুদ্রের কূলেই। অদূরে নিম্‌রড দাঁড়িয়েছিল। তার অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোকটিকে ওপরে তোল্‌বার ব্যবস্থা করেন।

এইখানেই দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের চতুর্থ পর্ব্বের শেষ হ'ল। অতঃপর নিম্‌রড বিজয়ী শ্যাক্‌লটন ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ইংলণ্ড যাত্রা কর্‌ল।

ছয়

শ্যাক্‌লটনের প্রত্যাবর্ত্তনে আবার কতকগুলি রাষ্ট্রের অধিবাসী দক্ষিণ-মেরুপ্রদেশ-বিজয়ে উৎসাহান্বিত হ'য়ে উঠ্‌ল। ক্যাপ্‌টেন স্কট্‌ আবার অভিযানের উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। অবশেষে একদিন প্রচুর রসদ-পত্র ও তাঁর সহকারিগণকে নিয়ে টেরানোভা নামে জাহাজে ইংলণ্ড থেকে তিনি সুদূর দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে শেষ-যাত্রা কর্‌লেন। তাঁর এই অভিযানের প্রধান সহায় হ'লেন ব্রিটিশ সরকার।

সেই সময়ে অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান থেকেও দুইদল অভিযানকারী মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারোদ্দেশ্যে স্ব স্ব দেশের জাহাজে যাত্রা কর্‌লেন। জার্ম্মানরাও আর একবার চেষ্টার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সেখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোন কাজই কর্‌তে পারেন নি। তবে জাপানীরা যেটুকু কাজ করেছিলেন, তার মধ্যে দক্ষতারই পরিচয় পাওয়া যায়। জাপান এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্র। এই কারণে জাপানীদের উদ্যমে প্রাচ্যবাসী আমরা কিছু গর্ব্ব অনুভব কর্‌তে পারি।

এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী যখন কর্ম্মে ব্যস্ত সেই সময় সুদূর উত্তরে এক স্থানে ব'সে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত বেলজিকা জাহাজের তদানীন্তন যুবক কর্ম্মচারী রেওল্ড অ্যামান্‌সেন মনশ্চক্ষে দক্ষিণ মেরুর দিকে তাকিয়ে সেই-পথে যাত্রার বিষয় চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন। অ্যামান্‌সেন ছিলেন নরওয়ের অধিবাসী। নরওয়ের উত্তরাংশ উত্তর মেরু অক্ষরেখার অন্তর্গত। সেখানে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সে দেশের লোক মেরু-অঞ্চলের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত। দু'টি মেরুপ্রদেশেরই আবহাওয়া প্রায় একরকম। কাজেই সেদেশের লোকের পক্ষে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের শীত সহ্য করা কিছু পরিমাণে সহজ।

অ্যামান্‌সেন এই কয় বৎসরে এক দুঃসাহসিক কাজ ক'রে সভ্যজগতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনিই প্রথমে কানাডার উত্তরাংশে তুষার-রুদ্ধ খাড়ির মধ্য দিয়ে জাহাজ চালিয়ে উত্তর-পশ্চিমের পথ আবিষ্কার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বল্‌তে হবে, তাঁর পরে সে-পথ আর কোন নাবিক অতিক্রম কর্‌তে সক্ষম হ'ন নি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি উত্তর মেরুসাগরও অতিক্রম ক'রে জগতে মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনার সৃষ্টি কর্‌বেন।

তাঁর পূর্ব্বে নান্‌সেন নামে আর একজন বিশ্ববিখ্যাত নরওয়েবাসী উত্তর মেরুপ্রদেশের বহুদূর পর্য্যন্ত অতিক্রম কর্‌তে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জাহাজখানির নাম ছিল 'ফ্রাম'। অ্যামান্‌সেনও সেই জাহাজখানির সাহায্যে তাঁর সঙ্কল্পসাধন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমেরিকার কাপ্তেন পিয়ারী কর্ত্তৃক উত্তর মেরু আবিষ্কৃত হয়। কাজেই অ্যামান্‌সেনের দৃষ্টি পড়ে দক্ষিণ মেরুর ওপর।

তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী আবিষ্কারকগণের চেয়ে অ্যামান্‌সেন অনেক বেশি দুঃসাহসী, কৌশলী ও কর্ম্মপটু ছিলেন। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী আবিষ্কারকগণ—স্কট্ ও শ্যাক্‌লটন—মেরু-প্রদেশের যে অংশ থেকে অভিযান সুরু করেন, অ্যামান্‌সেন সেই দু'টি জায়গা সযত্নে পরিত্যাগ ক'রে এমন এক অংশ নির্ব্বাচন করেন, যেখান থেকে মেরুর দূরত্ব ঐ দু'টি স্থানের চেয়ে ষাট মাইল কম। তুষারাচ্ছন্ন হিম-প্রদেশে ষাট মাইল পথ যদি অতিক্রম না করতে হয়, তাহ'লে সেটা পরম লাভ। তা ছাড়া, অ্যামান্‌সেন ও তাঁর সঙ্গিগণ ছিলেন স্কী পরিচালনে অত্যন্ত পটু।

অ্যামান্‌সেন প্রচুর রসদ-পত্র ও আঠার জন সঙ্গী নিয়ে নরওয়ে থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৯ই অগাষ্ট তারিখে গোপনে

দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করেন। ফ্রাম ছিল খুব ছোট জাহাজ। অ্যামান্‌সেনের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ আশঙ্কা কর্‌তে লাগ্‌লেন যে, ফ্রাম সুদীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম কর্‌তে পারবে না, পথিমধ্যেই ডুবে যাবে। কিন্তু তাঁদের আশঙ্কাকে অমূলক প্রতিপন্ন ক'রে ফ্রাম ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দক্ষিণ মেরুর তুষার-বাঁধে এসে পৌঁছল। ক্যাপ্‌টেন স্কট্‌ পৌঁছেছিলেন তাঁর কয়েকদিন পূর্ব্বে।

পৌঁছবার পর আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট না ক'রে অ্যামান্‌সেন সঙ্গিগণকে নিয়ে কর্ম্মে নিযুক্ত হ'লেন। বাঁধের কিনারা থেকে দু' মাইল দূরে তুষারপ্রান্তরের ওপর একটি কুটীর—পর্ণকুটীর নয়—বেঁধে তার নাম দেওয়া হ'ল—'ফ্রামহিয়েম'। তারপর ৮০°, ৮১° ও ৮২° অক্ষরেখায় তিনটি ডিপো প্রতিষ্ঠা কর্‌তে অ্যামান্‌সেন তাঁর সঙ্গিগণকে দুইটি দলে বিভক্ত ক'রে নিজে একটি দলকে নিয়ে যাত্রা কর্‌লেন। ডিপোগুলির মধ্যে মোট তিন টন খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখা হ'ল। আর, ডিপোগুলোকে যাতে গাঢ় কুয়াশার মধ্যেও সহজে খুঁজে নিতে পারা যায়, সেজন্য সেগুলো থেকে পাঁচ মাইল দূর অবধি দু'পাশে মাঝে মাঝে নিশান পুতে নিশানের

গায়ে নম্বর দিয়ে রাখা হ'ল। এদিকে যাঁরা ডিপোতে ছিলেন, তাঁরা সংগ্রহ ক'রে রাখলেন পঞ্চাশ টন সীলের মাংস এবং দশটি বড় বড় তাঁবু খাটিয়ে সেগুলোর বাইরের দিকে তুলে' দিলেন তুষারের পুরু দেওয়াল। অ্যামান্‌সেনের সঙ্গে সাতানব্বইটি এস্কিমো কুকুর ছিল। তাঁবুগুলো তৈরী হ'ল তাদের জন্য।

কুটীর ও তাঁবুগুলির অভ্যন্তরভাগ যতদূর সম্ভব আরামদায়ক হওয়া সম্ভব, তা করা হ'ল। একদিকে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, আবহাওয়ার পরীক্ষার একটি কেন্দ্র। সম্মুখে সুদীর্ঘ শীতের রাত্রি। এই সব ব্যবস্থা হ'ল, শীতকালের উদ্দেশ্যে। অ্যামান্‌সেনের সকল কাজ-কর্ম্মের মধ্যে এমন একটি শৃঙ্খলা ছিল যে, সেই মেরুপ্রদেশে যতটুকু সুবিধা ও আরাম পাওয়া সম্ভব, তা তাঁরা পরিপূর্ণভাবেই লাভ কর্‌লেন। কোথায়ও কোন গোলযোগ নেই, কোন অভাব নেই, কোন জড়তা নেই—সব একটি সুপরিচালিত যন্ত্রের মত সম্পন্ন হ'তে লাগ্‌ল।

এদিকের কাজগুলি শেষ হ'তেই সূর্য্য চারমাসের জন্য বিদায় নিল; সেই সঙ্গে এল শীত। সেবারকার শীত ছিল বড় প্রচণ্ড। তাপ ০° ডিগ্রীর নীচে —৭৪° নেমে গেল!

এমন কি, বসন্তকালেও শীতের প্রখরতা বিশেষ হ্রাস পেল না। সেজন্য অ্যামানসেন তাঁর পূর্ব্ব-সঙ্কল্পমত দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে সমর্থ হলেন না। শীতের প্রকোপ হ্রাস পেলে তাঁর দলকে দু'টি ভাগে বিভক্ত ক'রে একটিকে কিং এডওয়ার্ড ল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হ'তে আদেশ দিলেন। এই দলে থাকল মাত্র তিনজন লোক। অপরটিতে থাকলেন অ্যামানসেন ও তাঁর অন্য চারজন সঙ্গী। স্থির হ'ল, তাঁদের অনুপস্থিতির সময়ে ডিপোতে থাকবে কেবল—বাবুর্চ্চি ও কতকগুলি কুকুর। অ্যামানসেনদের নয়জনকে ও রসদ-পত্র দিয়ে নয়জন নাবিক ফ্রামকে নিয়ে সেখান ... নিরাপদ স্থানে পূর্ব্বেই চ'লে গিয়েছিল।

এদিকে সকল ব্যবস্থা সমাপ্ত ক'রে ১৯১ ... ১৯শে অক্টোবর তারিখে, প্রথমে অ্যামান... যাত্রা করলেন দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে। তাঁদের সঙ্গে ... বায়ান্নটি কুকুর ও রসদ-পত্র বোঝাই চারখানা ...।

অ্যামানসেনরা দৃঢ় গতিতে অগ্রসর হ'তে ...। তাঁরা চলেন, আর পথের মাঝে ৫।৬ মাইল অন্তর ... স্তূপ তৈরি ক'রে রাখেন, যাতে ফিরবার পথে ... ভুল ...

না যান। এইভাবে চল্‌তে চল্‌তে তাঁরা একরকম নিরাপদেই ৮৫° অক্ষরেখায় গিয়ে পৌঁছলেন।

তারপর ১০ই নভেম্বর তাঁরা দেখ্‌লেন, সম্মুখে এক সু-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান। তাদের মধ্যে যেটি ১৫০০০ ফিট উঁচু, তার নাম দেওয়া হ'ল—নান্‌সেন্ পর্ব্বত। নান্‌সেন পর্ব্বত ও তা থেকে দূরে যে আর একটি পর্ব্বত ছিল, তার নাম দেওয়া হ'ল—পেড্রো খ্রীষ্টফারসন। এই দু'য়ের মাঝে একখানি উপত্যকার প্রান্তভাগ তাঁদের চোখে পড়্‌ল। তাঁদের ধারণা হ'ল—সেটা দক্ষিণ মেরুর রাজপথ। তার ধার দিয়ে পর্ব্বত-গুলির তরঙ্গায়িত তুষার-প্রাচীর দূরে চ'লে গেছে। অ্যামান্‌সেনদের সঙ্গে ছিল তখন বিয়াল্লিশটি কুকুর। দশটিকে তাঁরা পূর্ব্বেই হত্যা ক'রে খাদ্যের জন্য একটি নূতন ডিপোতে সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন। এখন স্থির করলেন, অবশিষ্ট বিয়াল্লিশটি কুকুরের মধ্য থেকে চব্বিশটিকে সেই মালভূমির ওপর এবং আরও ছয়টিকে আরও কিছুদূর গিয়ে খাদ্যের জন্য হত্যা ক'রে তাদের দেহগুলিকে দু'টি ডিপোতে সঞ্চয় ক'রে রাখা হ'বে; অবশিষ্ট বারোটি তাঁদের সঙ্গে ফিরে আস্‌বে।

যাহোক্, তাঁরা চলেছেন তুষারের ওপর দিয়ে। শেষে সকলে একটি পাহাড়ের ওপর এসে দাঁড়ালেন। জায়গাটি সম্পূর্ণ তুষার-মুক্ত। বহুদিন তাঁরা এমন স্থানের ওপর দিয়ে চলেন নি। ঐ পাহাড়টির উচ্চতা মাত্র ১০০০ফিট্।

এখান থেকে তাঁরা একটি তুষার-স্রোতের ওপর উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। স্রোতটির একধারে নান্‌সেন পর্ব্বত, আর একধারে ডন পেড্রো শৈল। অ্যামান্‌সেন এই তুষার-স্রোতটির নাম দিলেন—অ্যাক্‌সেল হাইবার্‌গ। স্রোতটির উপরিভাগ এমন উঁচু-নীচু যে বহুকষ্টে সকলে হাত ধরাধরি ক'রে পর্ব্বতের ধার ঘেঁষে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। প্রতিপদেই আশঙ্কা হ'তে লাগ্‌ল,—এই বুঝি ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে মাথার ওপর পড়ে। এক একবার দুর্ঘটনাও ঘট্‌তে লাগ্‌ল। শ্লেজগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বহুকষ্টে তাঁরা টেনে নিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। শেষে এক জায়গায় এসে আর অগ্রসর হ'তে পারলেন না, সেইখানেই তাঁরা তাঁবু ফেল্‌তে বাধ্য হলেন।

ঐ জায়গাটার দু'ধারে বিশাল তুষার-শৈল। অ্যামান্‌-সেন একাকী কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে পথ খুঁজ্‌তে গিয়ে

দেখেন, সম্মুখে বহু নীচে তাঁদেরই দু'টি ছোট ছোট তাঁবু দেখা যাচ্ছে ; আর, তিনি যে শৈলে দাঁড়িয়ে আছেন, তারই নীচের দিকে ভাস্‌ছে গাঢ় মেঘ। জায়গাটার পাশ দিয়ে প্রচণ্ডবেগে হাওয়া বইছে এবং কিছুদূরে তুষার-স্রোতের ওপর বিশাল তুষার-চাপ পতনের ঘোর রোল উত্থিত হচ্ছে।

অবশেষে সকলে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে সেই প্রায় এগার হাজার ফিট উঁচু মালভূমিতে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু এই জায়গাটায় আবার এমন কুয়াশা যে তাঁরা কিছুই দেখ্‌তে পান না। এর ওপর আবার তাঁদের পথের গোলমাল ঘট্‌ল। যে পর্ব্বতশ্রেণীকে এতক্ষণ সম্মুখের দিকে দেখা যাচ্ছিল, এবার সেগুলিকে দেখা যেতে লাগ্‌ল, পিছনের দিকে। একটি পথ গেছে তাঁদের বামে, আর একটি পথ গেছে নীচের দিকে। এখানেই তাঁরা বিশ্রামের আয়োজন ক'রে কুকুর কয়টিকে হত্যা কর্‌লেন এবং তাদের মাংস রান্না ক'রে অম্লানমুখে আহার কর্‌লেন। এর পর থেকে কুকুরের মাংসই হ'য়ে উঠ্‌ল তাঁদের প্রধান খাদ্য।

কিন্তু এখানে গাঢ় কুয়াশা ও তুষার-ঝড়ের জন্য তাঁরা

পাঁচদিন থাকতে বাধ্য হলেন। পাঁচদিন পরেও সেই কুয়াশা ও তুষারপাত হ্রাস পেল না। অবশেষে অ্যামান্‌-সেন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"বন্ধুগণ! এই তুষারপাত উপেক্ষা ক'রেও কি অগ্রসর হ'তে সম্মত?"

সকলেই একবাক্যে সম্মতি দিলেন—"নিশ্চয়ই।"

তৎক্ষণাৎ সকলে সেই গাঢ় কুহেলিকার অন্ধকার ভেদ ক'রে অজানা দেশের সন্ধানে যাত্রা কর্‌লেন। পথ ক্রমেই নীচের দিকে গেছে নেমে। উপরে, নীচে, দু'পাশে তুষার—গাঢ় কুয়াশা—অবিশ্রান্ত তুষারপাত—তাঁরা কেউ কাউকে দেখ্‌তে পান না—কুকুরগুলিও কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাঁদের আগে আগে অদৃশ্য হ'য়ে ছুট্‌ছে—তবুও তাঁদের উৎসাহের, সাহসের, চেষ্টার অভাব নেই।

তারপর ২৮শে নভেম্বর সেই কুহেলিকার যবনিকাখানি গেল উঠে। তাঁরা দেখ্‌লেন, সম্মুখে বিরাট পর্ব্বত দণ্ডায়-মান—তার একধার থেকে অগণিত শৈলমালা বামদিকে প্রসারিত হ'য়ে দিক-রেখায় মিলিয়ে গেছে। তাঁদের সম্মুখে একটি অতি প্রাচীন ও বিশাল তুষারস্রোত। স্রোতটি নীচের দিকে নেমে গেছে, সেটি যেন দূর দক্ষিণের একটি স্বাভাবিক পথ। অবশ্য সে-পথের শেষে যে কি

আছে, তা কারো জানা নেই। তবুও তাঁরা নিঃশঙ্কচিত্তে সেটি ধ'রে ক্রমাগত অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন।

আবার সেই কুহেলিকার-যবনিকাখানি এল নেমে; সেই সঙ্গে সুরু হ'ল—তুষারপাত। এই বিপদের ওপর তাঁরা এমন এক জায়গায় গিয়ে পোঁছলেন, যার চারধারে কেবল তুষার-ফাটল। এক পা চলা যায় না, চোখেও কিছু দেখা যায় না। তাঁরা তবুও কম্পাসের সাহায্যে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। শেষে এমন হ'ল যে, আর অগ্রসরও হ'তে পারেন না বা পিছিয়েও আস্‌তে পারেন না। অগত্যা সেখানে তাঁবু খাটালেন।

পরদিন তাঁরা আবার তেমনই অন্ধের মত চল্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁদের চারধারে বড় বড় ফাটল ও তরঙ্গায়িত তুষার-প্রান্তর। এক জায়গায় ফাটল এমন গভীর ও এমন প্রশস্ত যে, তাঁরা সেই জায়গাটার নাম দিলেন—নরকের দ্বার। কিন্তু সেই দরজা তুষার-সেতুর ওপর দিয়ে স্কীর সাহায্যে অতি সন্তর্পণে সকলে পার হ'য়ে গেলেন। সেইরাত্রেই ঝড়ে সমস্ত তুষার উড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল কাচের মত স্বচ্ছ ও মসৃণ বরফ। তার ওপর দিয়ে তাঁরা বহুকষ্টে কয়েক মাইল অতিক্রম ক'রে, এক জায়গায় তাঁবু

খাটালেন। তারপর দু'দিনে—১লা ও ২রা ডিসেম্বর—তাঁরা পাঁচ মাইলের বেশি অতিক্রম করতে পারলেন না। সেখান থেকে মেরুও আর বেশি দূর নয়, এই ভেবে কিন্তু সকলেরই মনে উৎসাহের সঞ্চার হ'ল।

তারপর ৩রা ডিসেম্বর আবহাওয়ার কিছু উন্নতি ঘট্‌ল। তাঁরা দেখ্‌লেন, সম্মুখে দর্পণের মত একখানি মালভূমি বিস্তৃত। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা তার ওপর পেঁ ৗছলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হ'তে না হ'তে এক-একজন ক'রে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে লাগ্‌লেন। কুকুরগুলিও তাঁদের মত কখন কখন সেই দর্পণের মধ্যে ডুবে যেতে লাগ্‌ল।

এই জায়গাটির সমস্ত অংশে বিস্তৃত ছিল, দুই ফিট পুরু তুষারের আবরণ; তার নীচে খানিকটা ফাঁক, ফাঁকের নীচে কঠিন বরফ। সেই তুষারের আবরণ তাঁদের ভারে মাঝে মাঝে নীচে সেই কঠিন বরফের ওপর ধ্বসে পড়্‌ছিল। সেই সঙ্গে তাঁরাও ডুবে যাচ্ছিলেন। জায়গাটির সৌন্দর্য্য থাকলেও সেটা সাংঘাতিক। তাই তার নাম দেওয়া হ'ল—'শয়তানের বল-নাচের ঘর'।

যাই হোক, ঘরখানি অতিকষ্টে পার হ'য়ে আর

একখানা সমতল তুষার-প্রান্তরে গিয়ে সকলে পৌঁছলেন। তাঁদের কষ্টেরও অবসান হ'ল। এই মরুসদৃশ তুষার-প্রান্তরখানি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,২৬০ ফিট উঁচু। এর ওপর দিয়ে নরওয়ের ক্যাপ্‌টেন রেওল্ড অ্যামান্‌সেন ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর সদলে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে পৌঁছলেন। মানুষের অধ্যবসায়, ত্যাগ ও সাহসের কাছে ভূপৃষ্ঠের দুর্গম অংশও আপনাকে প্রকাশ ক'রে দিল।

অ্যামান্‌সেন চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, কোথাও প্রাণী বা উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নেই; তাঁদের ইংরেজ প্রতি-দ্বন্দ্বিগণ তখনও কতদূরে আছে, কে জানে? তিনি জায়গাটার নাম দিলেন—'পোলহিয়েম'। তারপর সেখানে একটি তাঁবু খাটিয়ে ক্যাপ্‌টেন স্কটের জন্য তার মধ্যে কয়েকটি জিনিষ ও একটি চিরকূট লিখে রেখে অ্যামান্‌সেন সদলে উত্তরের পথে ফিরে চল্‌লেন। মেরুর তুষারশীতল বাতাসে, নির্জ্জন তুষার-মরু-বক্ষের ওপর তাঁর জয়পতাকা উড়্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু মেরুপ্রদেশের সকল অংশ তখনও আবিষ্কৃত হ'ল না এবং তার বিষয় বহু তথ্য তখনও মানুষের অজ্ঞাত রয়ে গেল।

সাত

স্কট্ মেরুপ্রদেশে অ্যামান্‌সেনের কয়েকদিন আগে পৌঁছলেও দক্ষিণ মেরু যেদিন অ্যামান্‌সেনের চোখে পড়ে সেদিন তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বীয়ারড্ মোর তুষার-স্রোতে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছেন। তাঁর এই বিলম্বের কারণ ছিল বহু।

অ্যামান্‌সেনের সঙ্গে লোক ছিল অল্প এবং তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কার। তাঁর সমস্ত মনোযোগ তিনি নিবদ্ধ করেছিলেন সেইদিকে। তা ছাড়া, তিনি ছিলেন স্কটের চেয়ে কৌশলী এবং সঙ্ঘ-গঠনে নিপুণ। তিনি প্রথম থেকেই তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তিমিপূর্ণ হোয়েল উপসাগর-কূলে তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন ক'রে। তারপর তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল, উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য-ব্যবস্থার প্রতি।

স্কট্ কেবলমাত্র দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করতে যান নি; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সেই সঙ্গে মেরুপ্রদেশের বৈজ্ঞানিক তথ্যসংগ্রহ এবং অজ্ঞাত প্রদেশের আবিষ্কার। আবার অ্যামান্‌সেনরা ছিলেন উত্তর মেরুপ্রদেশের লোক।

বরফের ওপর দিয়ে স্কী-চালনায় তাঁরা কয়জনই ছিলেন, সুদক্ষ। এই দু'টি সুবিধা স্কট্‌দের ছিল না। তা ছাড়া, প্রথম থেকেই ভাগ্য ছিল তাঁদের প্রতিকূল। সেইজন্য তাঁদের নানারকম বিপদে পড়্‌তে হয়; একজন রোগে মারা যান এবং সঙ্গের ঘোড়াগুলিও মারা পড়ে।

স্কট্‌দের যাতায়াতের পথে সব চেয়ে দু'টি বাধা বড় ছিল—একটি হচ্ছে খাদ্যাভাব, দ্বিতীয়টি আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন। এই দুই কারণে তাঁরা শ্রান্ত, ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েন। মেরুপ্রদেশে বৃষ্টিপাত অতি বিরল ঘটনা; কিন্তু শ্যাক্‌লটন যেখানে পৌঁছে দারুণ গ্রীষ্ম বোধ করেছিলেন, স্কট্ সেখানে পৌঁছবার পরই আরম্ভ হ'ল— বৃষ্টি! তার ফলে সমস্ত তুষার ঘন কাদায় পরিণত হ'য়ে গেল। সেই প্রান্তর অতিক্রম করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য।

স্কট্ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৮-ই জানুয়ারি বহুকষ্টে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে সমর্থ হ'ন। তারপরই তাঁরা চারজনে প্রধান ঘাটির দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় যে, তাঁরা পথিমধ্যেই প্রচণ্ড শীতে, অনাহার ও ক্লান্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁরা যে ধৈর্য্য, যে ত্যাগ ও যে সাহসের পরিচয় দিয়ে

গেছেন, জগতে তা একান্ত দুর্ল্লভ। সে-কথা স্মরণ ক'রে সমগ্র ইংরাজজাতি গৌরব বোধ করে এবং
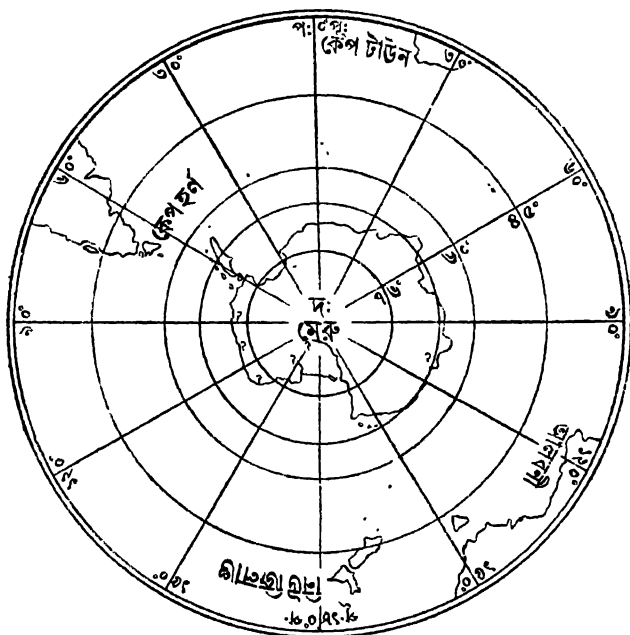
অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে থাকে। কেবল ইংরাজজাতি কেন, জগতে যারা মহৎ কাজ করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, ক্যাপ্‌টেন স্কটের উদাহরণ তাদের অনুপ্রেরণার স্থল।

স্কট্‌রা জান্‌তেন না যে, অ্যামান্‌সেন তাঁর পূর্ব্বেই দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হয়েছিলেন। দূর থেকে অ্যামান্‌সেনের প্রতিষ্ঠিত তাঁবু ও নিশান চোখে পড়্‌তেই তাঁদের অন্তর নিরাশায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। তবুও তাঁরা সেই তাঁবুটির কাছে গিয়ে যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখেন, সেই স্থানটি দক্ষিণ মেরুবিন্দু নয়;—সেখান থেকে দক্ষিণ মেরুকেন্দ্র আরও আধমাইল দূর! তথাপি দক্ষিণ মেরুর প্রথম আবিষ্কারকের সম্মান ক্যাপ্‌টেন অ্যামান্‌সেনেরই প্রাপ্য।

ক্যাপ্‌টেন স্কট্‌ তাঁর ডায়েরীতে তাঁদের শেষ সময়ের কাহিনীটি অতি সংক্ষেপে, অতি উজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন। সেই অংশের অনুবাদ দেওয়া হ'ল এই আশায় যে, কথাগুলি পাঠকদের মনে মূল ডায়েরীখানি পড়্‌বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত কর্‌তে পারে।

স্কটের চারজন সঙ্গী ছিলেন। তাঁদের নাম—ইভান্‌স্‌, ওট্‌স্‌, উইল্‌সন ও বাওয়ার্‌স্‌। ফিরবার পথে প্রথমে মারা যান ইভান্‌স্‌। বন্ধুরা ব্যথিত অন্তরে তাঁকে নির্জ্জন তুষার-প্রান্তরে সমাধিস্থ ক'রে প্রধান ঘাটির দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। কিন্তু পথ ক্রমেই দুর্গম ও আবহাওয়া ক্রমশঃ খারাপ হ'য়ে ওঠে। স্কট্‌ বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়েন।

তারপর মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে ওট্সের পা দু'খানা হিমে ক্লীষ্ট হ'য়ে পড়্ল। ফলে পায়ে হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে হ'য়ে উঠ্ল বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। তাঁর বন্ধুরা সাধ্যমত তাঁকে সাহায্য কর্তে লাগ্লেন। তথাপি ওট্স্ মাঝে মাঝে শ্লেজের পাশে পাশে হেঁটে যেতে বাধ্য হলেন। সেই অসহনীয় বেদনা ; তবুও তাঁর মুখে একটি কাতর শব্দ নেই! তাঁর বন্ধুরা তাঁরই জন্যে ধীরে চল্তে বাধ্য হলেন। সেখানে ধীরে চলা অর্থে সকলেরই চরম কষ্ট ; এমন কি, পরিশেষে সকলেরই হিমে ও অনাহারে মৃত্যুর সম্ভাবনা।

ওট্স্ চলেন, আর এক একবার ডাঃ উইল্সনের দিকে তাকিয়ে বলেন—"আমি কি করব ? এ অবস্থায় আমি কি কর্তে পারি ?"

সকলে বলেন—"এমনই ধীরে চল।"

ওট্স্ বুঝ্তে পারেন, বন্ধুরা তাঁর জন্যে আত্মত্যাগ করছেন। তিনি বড় অভিভূত হ'য়ে পড়্তে লাগ্লেন। তিনি বুঝতে পার্লেন, যদি তাঁদের নির্ম্মিত আশ্রয়ে তাঁরা পৌঁছতে পারেন, তাহ'লে হয় সকলেই প্রধান আস্তানায় পৌঁছতে পারবেন, আর তা না হ'লে কেউই সেখানে পৌঁছতে পারবেন না। কিন্তু ১৭ই মার্চ্চ ব্যাপার ঘোর হ'য়ে উঠ্ল।

স্কট্ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—"সে (ওট্স্) সারারাত ধ'রে ঘুমোল এই আশায় যে, তার সে-ঘুম আর ভাঙবে না, কিন্তু পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙল। তখন তুষার-ঝড় বইছে। ওট্স্ বল্ল, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হ'বে।' সে সেই তুষার-ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে গেল এবং তারপর থেকে আমরা আর তা'কে দেখি নি।"

স্কট্ ও তাঁর সঙ্গিগণ ওট্স্কে চারধারে অনেক খুঁজ্লেন; কিন্তু কোথাও তাঁকে পেলেন না। তিনি বন্ধুদের জীবনরক্ষার জন্য নিজের জীবনদান করেছিলেন। বন্ধুরা কতকগুলি বরফের চাপ দিয়ে একটি স্তূপ তৈরি ক'রে তার ওপর একটি ক্রশ স্থাপন কর্লেন এবং সেই ক্রশটির গায়ে লিখে রাখ্লেন—"এই জায়গারই কাছাকাছি কোথায়ও একজন বীর ভদ্রলোক প্রাণত্যাগ করেছেন।"

এই জায়গা থেকে তাঁদের 'এক টন ডিপো' ছিল একত্রিশ মাইল দূর। সেখানে খাদ্য সঞ্চিত ছিল। তাঁরা সেই ডিপোর উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্লেন। কিন্তু তিনজনেই শ্রান্ত-ক্লান্ত। সেইজন্য দ্রুত অগ্রসর হ'তে পারলেন না। প্রত্যহ পাঁচ মাইলের বেশি অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠ্ল। শেষে তাঁরা যখন ডিপো থেকে মাত্র

এগার মাইল দূরে তখন ভয়ঙ্কর তুষার-ঝড় বইতে সুরু করল। তাঁরা সেইখানেই তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের সঙ্গে তখন খাদ্য আছে মাত্র দু'দিনের এবং খাদ্য গরম করবার জ্বালানি যা আছে, তা একবারের ব্যবহারেই ফুরিয়ে যাবে।

তাঁরা সেই তাঁবুর মধ্যে চারদিন থাকলেন। সেখান থেকে বা'র হ'বার শক্তি তাঁদের কারোই রইল না। স্কটের পাশে তাঁর দু'জন মরণোন্মুখ সঙ্গী উইল্‌সন ও বাওয়ার্‌স্‌; তিনি অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে ডায়েরী লিখ্‌ছেন—

"চারদিনের মধ্যে আমরা তাঁবু থেকে বা'র হ'তে পারলাম না, কেননা বাইরে তুষার-ঝড় বইছে।

"আমরা দুর্ব্বল। লিখ্‌তে বড় কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমার এই অভিযানের জন্যে আমার নিজের মনে এতটুকু খেদ নেই! কেননা, এই থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজেরা কষ্টসহিষ্ণু, পরস্পরকে সাহায্য করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং পূর্ব্বকালে যেমন তা'রা অবিচলিত চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করেছে, এখনও তেমনই তা করতে সমর্থ।

"আমরা ঘোর বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম—এ কথাটা আমরা ভাল করেই জানতাম। আমাদের সম্মুখে

বাধা এসে দাঁড়িয়েছে ; এবং সেজন্য আমাদের অনুযোগের কিছু নেই। বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। শেষ পর্য্যন্ত আমরা অবিচলিত থাক্‌ব।

“যদি বাঁচতে পার্‌তাম, তাহ’লে আমার সঙ্গীদের কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও সাহসের যে কাহিনী বর্ণনা কর্‌তাম, তা শুনে প্রত্যেক ইংরেজের অন্তর উদ্দীপনায় পূর্ণ হ’য়ে উঠ্‌ত। সে কাহিনী আমার এই সংক্ষিপ্ত রচনা ও আমাদের তিনজনের মৃত দেহই ব্যক্ত কর্‌বে।”

এই ঘটনা ঘটে মার্চ্চ মাসের শেষে। ক্যাপ্‌টেন স্কট্‌দের মৃতদেহগুলি সেই তাঁবুর মধ্যেই অবিকৃত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়, তাঁর অন্যান্য সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক অক্টোবর মাসে। স্কট্‌ তাঁর সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশ্যেও একখানি পত্র লিখে যান। তা’তে তাঁর পুত্রটি যাতে বীর হ’য়ে ওঠে তা’কে সেই রকম শিক্ষাদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এমন মানুষ জগতে দুর্ল্লভ নয় কি ?

ক্যাপ্‌টেন স্কট্‌দের মৃতদেহ তিনটি সেইখানেই সমাহিত ক’রে তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গিগণ দুঃখভারাক্রান্ত অন্তরে স্বদেশে ফিরে আসেন।

আট

ক্যাপ্‌টেন স্কট্‌ যখন দ্বিতীয়বার মেরুপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই সময় অষ্ট্রেলিয়া থেকে ডাঃ ডগ্‌লাস্‌ মসনের নেতৃত্বে যে দল দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, তাঁরা মেরুপ্রদেশের অন্যান্য অজ্ঞাত অংশ আবিষ্কারে নানা দুঃসাহসিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের সঙ্গে ক্যাপ্‌টেন স্কট্‌দের কোনই সম্পর্ক ছিল না। এঁরা যে জাহাজে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে যাত্রা করেছিলেন, তার নাম—অরোরা। ডাঃ ডগ্‌লাস্‌ মসন সদলে দক্ষিণ মেরু-প্রদেশের বহু স্থান আবিষ্কার ক'রে সেগুলিকে ইংরাজাধিকারে আনেন।

এই কাজে পরবর্ত্তীকালে আর একজন বিখ্যাত এবং আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ইংরাজ ভদ্রলোক অগ্রণী হ'ন। তিনি হচ্ছেন—স্যার আর্‌নেষ্ট শ্যাক্‌লটন। যখন ক্যাপ্‌টেন স্কটের অবশিষ্ট সঙ্গিগণ বিলাতে ফিরে গিয়ে তাঁদের অভিযানের বিষয় বর্ণনা করেন, তখন সেই সভায় লর্ড কার্জন্‌ অভিযানকারীদের সম্বর্দ্ধনা কর্‌তে উঠে' বলেন—"আমি আশা করি, এদেশে এমন একজনকেও

পাওয়া যাবে, যিনি দক্ষিণ মেরুর রস-সী থেকে ওয়েডেল-সী পর্য্যন্ত সমগ্র মেরুপ্রদেশ অতিক্রম কর্‌বেন।”

তাঁর সে আশা পূর্ণ করেন, স্যার আর্‌নেষ্ট শ্যাক্‌লটন। তিনি তারপর দু’বার সেই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেজন্য তাঁকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়। আর, এই কারণেই তাঁর শরীর ও মন ভেঙে পড়ে এবং দ্বিতীয়বার মেরুপথে তিনি জাহাজের ওপরই মারা যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর।

তাঁর সঙ্গেই দক্ষিণ মেরু-অভিযানের পুরাতন ধারার অবসান হয় বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তখনও মেরুপ্রদেশের বহু স্থান অনাবিষ্কৃত থেকে যায়।

নয়

শ্যাক্‌লটনের মৃত্যুর পর, বৎসর চারেক দক্ষিণ মেরুর বিষয়ে আর কোন রাষ্ট্রের আগ্রহ প্রকাশ পায় না। কিন্তু তাই ব'লে মেরু-সাগরে, বিশেষ ক'রে 'হোয়েল বে' বা তিমি-উপসাগরে, নরওয়েবাসীদের যে তিমির ব্যবসায় ছিল, তার অবসান হয় না, বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শ্যাক্‌লটন মারা যান ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। নরওয়ে সরকার দক্ষিণ মেরুসমুদ্রে তিমি-ব্যবসায়ের জন্য বৎসরে কয়েকবার পোত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁদের দেখাদেখি ইংরেজ-সরকারও তিমি ও সেখানকার সমুদ্র-সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্যাপ্‌টেন স্কটের প্রথম অভিযানের জাহাজ ডিস্‌কভারীকে প্রেরণ করেন।

এই সময়ে এরোপ্লেন-পরিচালনার বিষয়ে কতকগুলি উন্নতির ব্যবস্থা হচ্ছিল। মেরুপ্রদেশের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্লেনের তেল যাতে জমে না যায়, এন্‌জিন্‌কে যাতে বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে চালনার পূর্ব্বে তাতানো চলে, এরোপ্লেন যাতে প্রবল তুষার-ঝটিকার মধ্য দিয়ে চল্‌তে পারে,

চাকার বদলে প্লেনে যাতে স্কী ব্যবহার করা সম্ভব হয়—এমনই নানা উন্নতির চেষ্টা চল্‌ছিল।

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অ্যামান্‌সেন, বার্‌ড, নোবিলে প্রভৃতি আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকজন নাবিক উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে এরোপ্লেন ও এয়ার-শিপে উড়ে' যাবার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। এই কাজটি অবশ্য দুরূহ। কেননা তা'তে বিপদ যথেষ্ট। কিন্তু বিপদ-সঙ্কুল হলেও তাঁরা পশ্চাদ্‌পদ হলেন না; কাজটি যথাসময়ে সমাধা কর্‌লেন। তবে তাঁদের মধ্যে ইটালীর ক্যাপ্‌টেন নোবিলের পরম দুর্ভাগ্য বলতে হ'বে যে, উত্তর মেরু থেকে ফিরবার পথে, তাঁর এয়ার-শিপখানি মেরুর কাছে এক জায়গায় কোন অজ্ঞাত কারণে বরফ-প্রান্তরের ওপর পড়ে' ভেঙে যায়। তার ফলে নোবিলের কয়েকজন সঙ্গীর মৃত্যু হয়। যাঁরা বেঁচেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ক্যাপ্‌টেন নোবিলে একজন। কিছুকাল তাঁদের কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। সেজন্য ইউরোপের সকল দেশের লোকেরা উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। তাঁদের সংবাদ-সংগ্রহের জন্য কয়েকটি রাষ্ট্র থেকে জাহাজ ও এরোপ্লেনে কয়েকজন অনুসন্ধানকারী যাত্রা করেন।

এঁদের মধ্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক 'ক্রাসিন' নামে একখানি আইস্-ব্রেকারে উত্তর মেরু-সাগরপথে এবং তাঁদের একজন বৈমানিক আকাশপথে নোবিলেদের সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ন। সেই সময় ক্যাপ্টেন অ্যামান্‌সেনও একখানি এরোপ্লেনে নোবিলেদের সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন। নোবিলের সঙ্গে অ্যামান্‌সেনের সৌহার্দ্য ছিল না। তবুও নোবিলের জন্য দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হ'তে তিনি বিরত হ'ন নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ অ্যামান্‌সেনের সেই যাত্রাই হয় শেষ যাত্রা; তিনি আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। সম্ভবতঃ তাঁর এরোপ্লেনখানি ঝড়ে বা বিকল হ'য়ে হিমশীতল সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়। তার ফলে তিনি ডুবে মারা যান।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমান্‌ডার বার্‌ড (রীয়ার অ্যাড্‌মীরাল বার্‌ড) একজন সুদক্ষ বৈমানিক। মেরু-প্রদেশের আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে এরোপ্লেনে উড়ে'। তিনি এরোপ্লেনে আট্‌লান্‌টিক মহাসাগর অতিক্রম ক'রে, কৌশল ও সাহসের পরিচয়ও দিয়েছিলেন। তাঁর এই দুই কাজের সহায় ছিলেন—তাঁর বন্ধু ফ্লয়েড বেনেট।

একদিন দুই বন্ধু পরামর্শ করলেন, তাঁরা দক্ষিণ মেরুর ওপর দিয়েও উড়ে যাবেন। কেবল তাই নয়, এরোপ্লেনের সাহায্যে তাঁরা সেখানকার অনাবিষ্কৃত অংশগুলি আবিষ্কার এবং তার জরিপ ক'রে, দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের একখানি সম্পূর্ণ মানচিত্র অঙ্কন করবেন। তা ছাড়া, অনেকের ধারণা দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ অখণ্ড নয়—পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দু'টি ভূভাগে বিভক্ত। বিভাগ দু'টি পাশাপাশি অবস্থিত। এই দু'য়ের মাঝে এক তুষার-অবরুদ্ধ চ্যানেল বর্ত্তমান। বারড এই বিষয়টির সত্যাসত্য নির্ণয় ও তাঁদের কর্ম্ম তালিকাভুক্ত করলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ফ্লয়েড বেনেট আর এই অভিযানের সঙ্গী হ'তে পারলেন না ; অভিযানের পূর্ব্বেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

অবশেষে বারড সদলে 'সিটি অফ্ নিউ ইয়র্ক' ও ইলিনর বোলিং' নামে দু'খানি জাহাজে একদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহর থেকে সুদূর দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শহরের যত কলকারখানা, এন্‌জিন্ ও বন্দরে জাহাজ যত ছিল সমস্তগুলি তাঁদের যাত্রাকালে একসঙ্গে বাঁশী বাজিয়ে বিদায় সম্ভাষণ ঘোষণা করল।

বার্‌ড যে সময় প্রথম অভিযান স্থরু কর্‌লেন (১৯২৮ খৃঃ), তখন বিজ্ঞান-জগতের পথে ইউরোপ ও আমেরিকা অনেকদূর অগ্রসর ; যান-বাহনের ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থার উন্নতিতেও এক নূতন যুগ এসেছে। বার্‌ড এসবের স্থযোগ গ্রহণ কর্‌লেন। তাঁদের সঙ্গে মোটর-গাড়ি, মোটর ট্রাকটর, তিনখানা এরোপ্লেন, সিনেমা-ক্যামরা, সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য বেতারযন্ত্র প্রভৃতি থাকৃল। বার্‌ড সঙ্গে যে-সব রসদ-পত্র নিলেন, তার প্রাচুর্য্য ও ভার-হেতু 'সিটি অফ্ নিউ ইয়র্ক' জাহাজের ডেকের ওপর দিয়ে চলাচলের পথটুকু পর্য্যন্ত থাকৃল না এবং জাহাজখানাও জলরেখার নীচে ডুবে রইল।

বার্‌ডের জাহাজ দু'খানি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি 'হোয়েল বে'তে গিয়ে পৌঁছল। অ্যামান্‌সেনও প্রথমে এই অঞ্চল থেকে তাঁর অভিযান আরম্ভ করেন। বার্‌ডও 'হোয়েল বে'র উপকূলে অবতরণ ক'রে তুষারাচ্ছাদিত উপকূল থেকে মাইল কতক দূরে এক জায়গায় একখানি গ্রাম স্থাপন ক'রে, সেই গ্রামের নাম দিলেন—লিট্‌ল আমেরিকা। গ্রামখানি সত্বরই কর্ম্মব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সেই মেরু-প্রদেশের তুষাররাজ্যে যতটুকু স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া সম্ভব

তার ব্যবস্থা হ’তে লাগ্‌ল। বার্‌ডের দৃষ্টি ছিল সকল বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক। তা ছাড়া, তাঁর পূর্ব্বগামিগণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই দুই কারণে, তাঁর সকল কাজের মধ্যেই পরিস্ফুট ছিল শৃঙ্খলা, চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতা। যাই হোক, লিট্‌ল আমেরিকা যেখানে প্রতিষ্ঠিত হ’ল, তার অদূরেই ছিল, অ্যামান্‌সেনের ফ্রামহিয়েম।

এইখানে প্রথমেই একদিন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘট্‌ল। জাহাজ দু’খানি তুষার-উপকূলে একটি পাহাড়ের তলায় বাঁধা ছিল। পাহাড়টি ছিল ঘন তুষারে ঢাকা। জাহাজ দু’খানি থেকে মাল-পত্র তুষার-তীরে নামান হচ্ছে। হঠাৎ সকালের দিকে পাহাড়ের ঢালু গায়ে তুষারে একটি ফাটল দেখা গেল। তারপর সেখান থেকে পাহাড়ের সেই বিশাল ঢালু অংশটি তুষার-চাপের মত ভেঙে সিটি অফ্‌ নিউ ইয়র্ক ও বোলিংয়ের একেবারে গা ঘেঁষে সমুদ্র-গর্ভে পতিত হ’ল! পরদিন আবার তুষার-তীরের এক অংশ ভেঙে পড়্‌ল, বোলিংয়ের ওপর। সেই আঘাতে জাহাজখানা ডুব্‌তে ডুব্‌তে রয়ে গেল। তারপর আর উল্লেখযোগ্য কোন দুর্ঘটনা ঘট্‌ল না; কাজ-কর্ম্ম এক

রকম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'তে লাগ্‌ল। জাহাজ দু'খানা সমস্ত রসদ-পত্র নামিয়ে দিয়ে সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যাত্রা কর্‌ল।

স্থলপথে মেরুপ্রদেশ অতিক্রম যেমন কঠিন, আকাশ-পথে ভ্রমণও তেমনই বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্ত্তেই প্রচণ্ড তুষার-ঝড় উঠ্‌তে পারে। কাজেই সমস্ত দিক্‌ বিবেচনা ক'রে, সতর্ক হ'য়ে সেখানে এরোপ্লেন পরিচালন আবশ্যক। যাই হোক, ইতিমধ্যে বার্‌ড ও তাঁর কয়েক-জন সহকারী দু'খানা এরোপ্লেনে মেরুপ্রদেশের পূর্ব্বাংশ পরীক্ষা ও জরিপ ক'রে সিনেমা-ক্যামেরায় তার ছবি তুলে নিয়ে এলেন। যে কাজ কর্‌তে তাঁর পূর্ব্বগামিগণের বহু বৎসর ও বহু পরিশ্রম লেগেছিল, বার্‌ড শেষ কর্‌লেন তা মাত্র কয়েক ঘণ্টায়। তিনি এখানে একসার পাহাড় ও সেগুলির সানুদেশে কয়েকটি তুষারপূর্ণ হ্রদ দেখ্‌তে পেলেন। পাহাড়গুলির শৃঙ্গগুলি মাত্র তুষারশূন্য ; তাদের সানু থেকে স্কন্ধদেশ অবধি তুষারে সমাধিস্থ। এই পর্ব্বতগুলির নাম দেওয়া হ'ল—রকৃফেলার পর্ব্বতমালা।

বার্‌ডদের এই বিমান-যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর একটি দল মেরুযাত্রীদের জন্য স্থানে স্থানে ডিপো প্রতিষ্ঠা

কর্‌তে রওনা হলেন এবং সেইদিনই আর একদল রক্‌ফেলার পর্ব্বতমালার দিকে ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য এরোপ্লেনে যাত্রা কর্‌লেন।

বৈমানিকগণ, তাঁদের যাত্রার দু'ঘণ্টা পরে প্রধান ঘাটি লিট্‌ল আমেরিকায় বেতারে সংবাদ পাঠালেন—"আমরা নিরাপদে পর্ব্বতে পৌঁছেছি।"

সে সময়টা মার্চ্চ মাস ; সম্মুখে শীত ও শীতের সুদীর্ঘ রাত্রি। এদিকে ভয়ানক তুষার-ঝড় উঠ্‌ল। ঝড়ে প্রধান ঘাটির এরোপ্লেন নামবার স্থানগুলি গেল ধ্বংস হয়ে। বার্‌ড ভূতত্ত্ব-অনুসন্ধানকারীদের নেতা ডাঃ গোল্ডকে বেতারে সংবাদ দিলেন—"এখন এস না।"

তার এগার দিন পরে আবার যখন তাঁকে ফিরে আস্‌তে বলা হ'ল, তখন আর তাঁদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এতে প্রধান ঘাটির সকলে শঙ্কিত হ'য়ে পড়্‌লেন। দু'জনকে স্লেজে গোল্ডদের সন্ধানে পাঠান হ'ল এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেতারে খবর দেওয়া হ'তে লাগ্‌ল—"এরোপ্লেন শীঘ্র যাচ্ছে।"

তারপর যখন এরোপ্লেন রওনা হ'ল, তখন তার

এন্‌জিন্ গেল খারাপ হ'য়ে ; এবং যখন তার এন্‌জিন্‌কে সচল করা হ'ল তখন উঠ্‌ল ভয়ঙ্কর তুষার-ঝড়। তবুও তার মধ্যে বার্‌ড তাঁর দু'জন সহকারীকে নিয়ে এরোপ্লেন চালিয়ে দিলেন। পূর্ণবেগে এরোপ্লেন চল্‌ল এবং শীঘ্রই রক্‌ফেলার পর্ব্বতমালার কাছে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু তখন সেখানে তুষারকণা উড়্‌ছে এবং অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। সেইজন্য তাঁরা গোল্ডদের দেখ্‌তে পেলেন না। জায়গাটার ওপর দিকে বার কয়েক ঘুরপাক দিতে দিতে একজন সহকারী দেখ্‌লেন—নীচে এক জায়গায় আলো জ্বল্‌ছে ও ধোঁয়া উঠ্‌ছে। আর তার কাছে রয়েছে একটি তাঁবু। বার্‌ডরা সেখান থেকে একটু দূরে তুষার-প্রান্তরের ওপর অবতরণ কর্‌লেন।

গোল্ড তাঁদের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বল্‌লেন—"এখানে নাম্‌বার পরে ভয়ানক তুষার-ঝড় উঠ্‌ল। তার ঝাপটায় এরোপ্লেনখানা খুব লাফাতে লাগ্‌ল। সেজন্য ওর স্কীর ওপর বড় বড় বরফের চাপ রেখে দেওয়া হ'ল। তাতেও প্লেনখানাকে মাটিতে রাখা সম্ভব হ'ল না। তখন দু'জনে ওর দু'খানা পাখা ধ'রে ঝুল্‌তে লাগ্‌লাম। তা'তেও প্লেনখানাকে ধ'রে রাখা গেল না। বাতাসের ঝাপটায়

আমাদের নিয়ে প্লেনখানা মাঝে মাঝে শূন্যে লাফিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।”

“দু’দিন পরে আবার ঝড় উঠ্‌ল। তখন আমরা তাঁবুর ভেতরে। হঠাৎ একটা দমকা এসে প্লেনখানাকে চীৎ ক’রে শূন্যে তুলে’ ফেল্‌ল। তারপর উড়িয়ে নিয়ে আধমাইল দূরে খেলনার মত আছড়ে ভেঙে ফেলে দিল।”

গোল্ড এই পর্ব্বতমালার মধ্যে অবিশুদ্ধ কয়লা ও পাথরের গায়ে একরকম অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌ (Lichen) সংগ্রহ করেছিলেন। এই জায়গাটি সমুদ্রকূল থেকে পাঁচশ’ মাইল দূর। ঘটনাটি আশ্চর্য্যের বল্‌তে হ’বে। কেননা সেই হিমপ্রদেশ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের একান্ত অনুপযোগী অথচ সেখানে উদ্ভিদ্‌ জন্মেছে!

তারপর এল শীতের সুদীর্ঘ রাত্রি। কিন্তু সেই সময়টাতেও লিট্‌ল আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আবহাওয়ার পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চল্‌তে লাগ্‌ল। গ্রামের মধ্যে এদিকে-ওদিকে যাবার জন্যে বরফের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে পথ তৈরি করা হয়েছিল। সকলে দরকারমত তার মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু বার্‌ডের পূর্ব্বগামিগণের সঙ্গে যেমন

সভ্যজগতের কোন যোগ ছিল না, বার্‌ডদের সেরূপ অবস্থার মধ্যে পড়্‌তে হয় নি। বেতারে তাঁদের সঙ্গে সভ্যজগতের সংবাদ আদান-প্রদান চল্‌ত। নিউ-ইয়র্ক শহরের বেতার-ঘাটিতে যে সঙ্গীতাদি হ'ত এবং কর্ত্তৃপক্ষ সেখান থেকে যে সংবাদাদি প্রেরণ কর্‌তেন, বার্‌ডরা সুদূর মেরুপ্রদেশে ব'সে বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলি পরিষ্কার শুন্‌তে পেতেন।

শীতান্তে তাঁদের মধ্যে কয়েকটি দল শ্লেজে চ'ড়ে বা এরোপ্লেনে মেরুপ্রদেশের কয়েকদিকে যাত্রা করেন।

তারপর বার্‌ড একদিন তাঁর তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে এরোপ্লেনে মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্‌লেন। সেদিন ২৮শে নভেম্বর। তখন বেলা ৩-২৯ মিনিট—গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিন। তাঁদের প্রধান ঘাটি থেকে মেরুতে পৌঁছতে লাগ্‌ল প্রায় সাড়ে নয় ঘণ্টা। তাঁরা অবশ্য মেরুতে নাম্‌লেন না; সেখানে নামা সম্ভবও নয়। মেরুর ওপর বার কয়েক উড়ে' বার্‌ড তাঁর বন্ধু ফ্লয়েড বেনেটের সমাধি থেকে সংগৃহীত একখণ্ড প্রস্তর আমেরিকার জাতীয় পতাকায় বেঁধে মেরুর ওপর ফেলে দিলেন। তারপর তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী আবিষ্কারকদের সম্মানার্থে নরওয়ে ও ইংলণ্ডের জাতীয়

পতাকা সেই তুষার-মরুবক্ষে নিক্ষেপ কর্‌লেন। যে স্থানে পৌঁছতে তাঁর পূর্ব্বগামিগণ প্রাণপণ করেছিলেন এবং তাঁদের মাসের পর মাস লেগেছিল, বার্‌ড বিজ্ঞানের সাহায্যে সেখানে পৌঁছলেন প্রায় সাড়ে নয় ঘণ্টায়। কেবল তাই নয়, চলার পথে তাঁরা সিনেমা-ক্যামেরায় পথের ছবি পর্য্যন্ত নিতে নিতে চলেছিলেন।

এরোপ্লেন পথের কষ্ট লাঘব করলেও বার দুই হঠাৎ অবস্থা এমন হয় যে, তখন মনে হয়েছিল, প্লেনখানা নীচে পড়ে' ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে; সেই সঙ্গে তাঁরাও মারা পড়্‌বেন। কিন্তু প্লেন থেকে কতকগুলো রসদ-পত্র নীচে ফেলে দিয়ে তার ভার কমিয়ে আবার প্লেনখানাকে প্রয়োজনীয় উচ্চ স্থানে তুলে' অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। যাবার পথে প্লেন কোথাও না নাম্‌লেও ফিরবার পথে তেল নেবার জন্যে তা'কে নাম্‌তে হয়েছিল। তারপর আর কোথাও না নেমে বার্‌ড প্লেন নিয়ে প্রধান ঘাটিতে ফিরে আসেন। দীর্ঘ ছ'মাসের কাজ প্রায় উনিশ ঘণ্টায় শেষ হয়।

কিন্তু তখন বার্‌ডের আর একটি কাজ বাকী ছিল; —মেরুপ্রদেশ দু'টি বিচ্ছিন্ন স্থলভাগ কি-না তা প্রমাণ করা। এই কাজটির জন্য তিনি কিং এডওয়ার্ড

ল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে একদিন উড়ে' গেলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেন না। মেরুর এই অংশটি একেবারে তুষারে দুর্গম। সেখানে নামা বা পদব্রজে কিংবা শ্লেজে তা অতিক্রম করা অসম্ভব।

ওপর থেকে দেখা গেল বটে দু'টি ভূভাগ—পূর্ব্বে ও পশ্চিমে—একটি তুষার-অবরুদ্ধ চ্যানেল দ্বারা কতকদূর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সেই চ্যানেলটি এক জায়গায় এমন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে যে, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা গেল না।

বার্ডের এই অভিযানের সময় ইংলণ্ডেরও জনৈক বৈমানিক, স্যার হার্বার্ট উইল্কিন্স্, দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের অপর দিকে আবিষ্ক্রিয়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। বার্ড ও তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার ডাঃ ডগ্লাস মওসন। এঁর বিষয়ও পূর্ব্বে উল্লিখিত হয়েছে। এই তিনজন ভদ্রলোকের অক্লান্ত চেষ্টায় দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ সম্বন্ধে মানুষ বর্ত্তমানকালে আরও অনেক কথা জানতে পেরেছে এবং ভরসা করা যায়, আরও অনেক তথ্য জানা যাবে।

দশ

আবিষ্কারকগণের বৃত্তান্ত থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত কর্‌তে পারি, দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ উত্তর মেরুপ্রদেশের মত কেবলই জলময় নয়, সেখানে এক বিশাল মহাদেশ বর্ত্তমান। সেই মহাদেশটি তুষারে আচ্ছাদিত। সেখানে প্রচণ্ড শীত এবং মার্চ্চ মাসের প্রায় শেষ দিকে সেখানে চার মাসের জন্য সূর্য্য অস্ত যায়; তখন গাঢ় অন্ধকারে সব আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে।

দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের স্থানে স্থানে আকাশচুম্বী শৈলমালা এবং তাদের কতকগুলির সানুদেশে হ্রদ বর্ত্তমান। কিন্তু সেগুলি তুষারপূর্ণ। দক্ষিণ মেরু-সাগর উপকূলে দু'টি বিশাল ও জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে।

মেরুপ্রদেশের উপকূলভাগে পেন্‌গুইন, পেট্রেল প্রভৃতি কয়েকরকম পাখী, সীল, তিমি প্রভৃতি কয়েকরকম জলচর প্রাণী বাস করে; অভ্যন্তরভাগ প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌-শূন্য। তবে এক জায়গায় পর্ব্বতগাত্রে শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ্‌ জন্মে।

কিন্তু এই মহাদেশটি যে এককালে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনধারণোপযোগী স্থান ছিল, তার প্রমাণ কয়লা ও প্রস্তরীভূত কাঠ এবং কঙ্কালে। তবে সে কতকাল পূর্ব্বে তা অনুমানের বিষয়। আর, কি কারণে যে এই উদ্ভিদ্ ও প্রাণীরাজ্য ঘন তুষারে সমাধিস্থ হ'ল, তাও কল্পনার বস্তু।

কে বলবে এখানে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল কিনা! যদি হ'য়ে থাকে, তা'রা সভ্যতার কোন্ স্তরে উন্নীত হয়েছিল? যদি সভ্যতার স্তরে উন্নীত না হ'য়ে থাকে, তা'রা মানুষের পরিচিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন্ মানুষগুলির পর্য্যায়ভুক্ত ছিল?

হয়ত তোমাদেরই মত ছোট ছেলে-মেয়েরা এই তুষার-মরুর অন্তরালে লুপ্ত হ্রদ-গিরি-বন-প্রান্তরে কত প্রভাতে-সন্ধ্যায় আনন্দ কোলাহল তুলেছে, এর জলভরা নদীপথে নৌকো যাতায়াত করেছে। হয়ত এখানে সুসমৃদ্ধ নগরী ছিল; এখানকার অধিবাসীরা সমুদ্রপথে বাণিজ্যোদ্দেশ্যে দিকে দিকে যাতায়াত করত। কিন্তু একদিন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সবই পরিবর্ত্তিত ও লুপ্ত হ'য়ে গেল। সেই দৃশ্যের ওপর বিস্তৃত হ'ল এক গাঢ় তুষার-যবনিকা।

তা আজও উত্তোলিত হ'ল না। আবার কোন নৈসর্গিক কারণে হয়ত একদিন যবনিকাখানি উত্তোলিত হ'বে; আবার এক নব নাট্যের অভিনয়ে মহাদেশটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রণীত

আরও কয়েকখানি উপহার পুস্তক

ছোটদের উপযোগী : সরস ও সচিত্র

পাঁচ শিকারী	॥০
ডাকাতের ডুলি	॥৵
বাগ্‌দী ডাকাত	১৲
ভোম্বোল সর্দ্দার	॥৵০
আফ্রিকার জঙ্গলে	॥০
সাইবিরিয়ার পথে	৸৫
ছোটদের বেতালের গল্প	১।০

আশুতোষ লাইব্রেরী

কলিকাতা :: ঢাকা